তৃষ্ণা

[সেতুর মূল নাটক]

কিরণ মৈত্র

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬১

প্রচ্ছদ : জেছন দস্তিদার

দাম : ২'৫০

এস. দত্ত, কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ কল্পলেখা প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বিশ্বরূপাকে

নাট্যকারের অন্যান্য প্রকাশিত নাটক

বারোঘণ্টা ।

চোরাবালি ।

সংকেত ।

নাম নেই ।

নাটক নয় ।

বিশপঞ্চাশ ।

গ্রহের ফের ।

যা হচ্ছে তাই ।

এক অঙ্কে শেষ ।

[বুদবুদ, অন্ধকারায়, কোথায় গেল ।]

নাটক নিয়ে নাটক ।

ভূমিকায়

আমার নিজের দু'চার কথা বলে নি।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় আমার "বাবোঘণ্টা" নাটকের অভাবনীয় সাফল্যের পরে আমি সদা-গুণগ্রাহী শ্রীরাসবিহারী সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাই। বর্তমান নাট্য আন্দোলনে শ্রীরাসবিহারী সরকার একটি বহু উচ্চারিত নাম। তিনি বিশ্বরূপায় নিয়মিত অভিনয়ের জন্যে একটি নাটক দিতে আমাকে আহ্বান করেন। নাট্যকার হিসেবে আমি তখন স্বল্পখ্যাত তাই এ আহ্বানে আমি যেমন বিস্মিত হই সক্রিয়ও ততোধিক হয়ে উঠি।

অনতিবিলম্বে আমি আমার একটি একাঙ্ক নাটককে ভিত্তি করে বর্তমান নাটকটা লিখি। শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার ও শ্রীরাসবিহারী সরকার উভয়েরই নাটকটা ভালো লাগে। এবং 'ক্ষুধা'র পরে 'তৃষ্ণা' নাটকটি অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

ঘটনাচক্রে পরে 'তৃষ্ণা' নাটককে মূল অবলম্বন করে 'সেতু' নাটক গড়ে তোলা হয়। যার ঐতিহাসিক সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত।

মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের ওপরে বাংলা দেশে গল্প, উপন্যাস বা নাটকের অভাব নেই। কিন্তু আমি এই শাশ্বত আবেদনটিকে পারিবারিক গণ্ডি থেকে বার করে সমগ্র মানব সমাজের পটভূমিকায় দাঁড় করাতে চেয়েছি। বহু দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই চিরন্তনী মনোবাসনাকে বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছি। অনিবার্যভাবে তাই একই মানসিকতা নিয়ে বহু চরিত্র এ নাটকে ভিড় করেছে।

বর্তমান নাটক রচনায় সরকার ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

আর কৃতজ্ঞ বিশ্বরূপার সমস্ত শিল্পী ও কর্মীগোষ্ঠীদের কাছে যাঁরা 'সেতু' নাটককে সাফল্যের স্বর্ণসীমায় এনে পেশাদার নাট্য জগৎকে অনন্ত মর্য্যাদায় ভূষিত করেছেন।

যাঁদের মধ্যে ছিলেন :—

নাট্য প্রযোজক শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার ও শ্রীরাসবিহারী সরকার, মধু সংলাপী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, নাট্য পরিচালক নরেশ মিত্র, আলোর যাদুকর তাপস সেন, মঞ্চশিল্পী অমর ঘোষ, রূপসজ্জাকর শক্তি সেন।

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকুল :—

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র, জয়শ্রী সেন, আরতি দাস, ইরা চক্রবর্তী, সুব্রতা সেন, শকুন্তলা ভড়, মীরা হাজরা, মায়া ঘোষ, আরতি মজুমদার, সুমিত্রা ঘোষ।

সুযোগ্য অভিনেতাগণ :—

চিরতরুণ অসিতবরণ, অসীমকুমার, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ, মমতাজ আহমেদ, জয়নারায়ণ মুখার্জি, তমাল লাহিড়ী, তারক ঘোষ, মণি শ্রীমানী, মাঃ দীপক, সমীরকুমার, কমল চ্যাটার্জি, সহদেব গাঙ্গুলী, সৌরেন ব্যানার্জি, গোবিন্দ মুখার্জি, সুবল দত্ত, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, মনু মুখার্জী, অরুণ ব্যানার্জি, বিভূতি ব্যানার্জি, প্রদীপ ঘোষ, বসন্ত সাহা, নির্মল ঘোষ, কল্যাণ বোস, শোভেন চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, কান্তি দত্ত।

অক্লান্ত কর্মীগণ :—

সাতকড়ি পাল, অবনীমোহন ব্যানার্জি, নলিনীকান্ত সাহা, ক্ষিতিশ পাল, কানাই দাস, শ্রীচরণ অধিকারী, নিরঞ্জন ঘোষ, মানিক পাল, অমূল্য দাস, শান্তি অধিকারী, প্রহ্লাদ দাস, শিব ঘোষ, ভোলানাথ, নগেন চৌধুরী, খাঁদু দাস, কানাই দাস, রামকৃষ্ণ ঘোষ, গৌর দাস, বংশী সাউ, কানাই, নারায়ণ, অমর, প্রকৃতি, মুরারী, রামবল্লভাই

সিং, সিপাহি সিং, রাজবংশী চৌধুরী, সম্বর্দ্ধিকা ও প্রবেশপত্র প্রদায়িণীগণ।

পরিশেষে ইলা মৈত্র ও দ্বিজেন ঘোষকে প্রুফ দেখে আমার পরিশ্রম লাঘব করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই নাটক পাঠক ও নাট্য রসিকদের কাছে যোগ্য সমাদর লাভ করুক এই কামনা করি।

৯৮ দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা—৩৫

ইতি—
কিরণ মৈত্র

চরিত্রলিপি

সত্যেন :—বেবী ফুডের ব্যবসায়ী।

কমলা :—সত্যেনের স্ত্রী।

অমূল্য :—সত্যেনের ভায়রা ভাই।

অমলা :—কমলার ছোট বোন।

দিব্যেন :—সত্যেনের ছোট ভাই।

শ্বেতা :—দিব্যেনের বান্ধবী।

দেবনারায়ণ :—সত্যেনের বাড়ির চাকর।

প্রিয়তোষ :—বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অল্প বিকৃত মস্তিষ্ক।

গোপালের মা :—সত্যেনের বাড়ীর ঝি।

হরিপদ :—দরিদ্র বেকার, প্রৌঢ়।

বিভা :—হরিপদর স্ত্রী।

মানদা :—পাড়ার মাসীমা।

শ্যামল :—মানদার ছেলে।

দীপচাঁদ :—মাড়োয়ারী কু-চক্রী ব্যবসাদার।

এজেণ্ট :—ইনসিওর এর এজেণ্ট।

মধু :—অমূল্যর বাড়ির চাকর।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি :—আই, বি, অফিসার।

সুভাষ :—স্থানীয় যুবক।

খুকী :—হরিপদর ১০।১১ বছরের মেয়ে।

ভবতারণ :—ভ্রমণ বিলাসী, টাইম টে বল প্রার্থী।

পুরোহিত :—

গণকঠাকুর :—

আরও কয়েকজন

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

একদিন সন্ধ্যে সাতটায়

[পট উঠ্‌লো। অন্ধকার ঘর। ঘরের মধ্যে পাশের বাড়ীর একটি বৌ তার মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ ঘর থেকে তাদের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে তা দেখা যাচ্ছে। কোলের মেয়ের কান্না আর তার মায়ের মেয়েটিকে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টার টুক্‌রো টুক্‌রো কথাগুলো এ ঘরে ভেসে আসছে। বাইরে থেকে যে অল্প চাঁদের আলো এ ঘরে এসে পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিষাদ মলিন মুখে সতৃষ্ণ নয়নে কমলা দাঁড়িয়ে আছে। দিব্যেন ঢুকল।]

দিব্যেন ॥ (আপন মনে) কি ব্যাপার রে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও এ ঘরে আলো…

[দিব্যেন আলো জ্বালতেই কমলা তাড়াতাড়ি তার শ্লথ ভাব কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল]

দিব্যেন ॥ একি বৌদি, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?

কমলা ॥ কি আবার করবো ? অন্ধকারে বুঝি কিছু করা যায় !

দিব্যেন ॥ (হাসতে হাসতে পরিহাস তরল কণ্ঠে) যায় বৈকি ! অনেক কিছুই করা যায়, আকাশের তারা গোনা যায়, চাঁদের আলো দেখা যায়, বড়দা এখনও ফিরলো না কেন সেই কথা দাঁড়িয়ে ভাবা যায়।

কমলা॥ (একটু ভিজে গলায়) তা হয়তো যায় কিন্তু কতটুকু পাওয়া যায় বলো ত!

[কমলা দ্রুত ভেতরে চলে যায়। দিব্যেন ব্যথিত মনে একটা প্যাড নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। পাশের বাড়ী থেকে মেয়েটির কান্না শোনা যায়।]

দিব্যেন॥ আরে দ্যাৎ। ঐ এক প্যানপেনে মেয়ে হয়েছে·· দিনরাত সানাই বেজেই চলেছে...যত্তো সব···

[দিব্যেন পেছনের জানালাটা বন্ধ করে দেয়।]

গোপালের মা॥ (নেপথ্য থেকে) মুখে আগুন, মুখে আগুন, অমন বেটার বোয়ের মুখে আগুন। এলি, আর পেটের ছেলেকে পর করে দিলি। খাল কেটে কুমীর আনলাম গা·

দিব্যেন॥ ওঃ কি জালার ঝি হয়েছে রে। মুখে আগুন দিতে দিতে সুন্দরবন উজাড় করে ফেললে!

[দিব্যেন আবার লিখতে লাগল। লেখা শেষ করে।

দেবনারাণ!

[এ বাড়ীর চাকর দেবনারায়ণ ঢুকল। বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। বোকাটে ভাবের চেহারা।]

দেব॥ আমাকে ডাকছেন বাবু?

দিব্যেন॥ না। তোমাকে ডাকবো কেন? ডাকছি ও পাড়ার দেবেন বাবুকে—

দেব॥ তা বাবু আমি তো এখন দেবেন বাবুকে ডাকতে যেতে পারব না।

দিব্যেন॥ যেতেও হবে না। যা, এই চিঠিখানা শ্বেতা দিদিমণিকে দিয়ে আয়।

দেব॥ বাবু, আমি এখন যেতে পারব না। মা বলেছে ঐ মায়ের বাসায় একবার যেতে।

দিব্যেন ॥ মাসীমাকে ডাকতে যাচ্ছিস? তাহলে তো ভালোই হল। ঐ রাস্তার ওপর ওপর দিয়েই তো যাবি, দিদিমণিকে চট্ করে দিয়ে চলে যাবি!

দেব ॥ না বাবু,…আমি…

দিব্যেন ॥ যা বাপ লক্ষ্মীটি, তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক।

দেব ॥ কি হবে বাবু!

দিব্যেন ॥ বলছি যে তোর ঘড়া ঘড়া টাকা আর গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে পুলে হোক।

দেব ॥ না বাবু আমার ছেলে মেয়েতে কাজ নেই, চাকর বাকর মানুষ বাবু, টাকা পয়সা জীবনে হবে না। ভগবানের অনেক দয়া, আমাদের ছেলেপুলে দেননি। থাকলে তাদের আমি কি খাওয়াতাম! দাও বাবু, চিঠিটা দাও।

[দিব্যেন চিঠি দিল। দেবনারায়ণ প্রস্থানোদ্যত হল।]

দিব্যেন ॥ কাকে দিতে হবে জানিস তো?

দেব ॥ এই দেখ বাবু, তা আর জানি না। ঐ মোড়ের মাথায়, কালো মত…

দিব্যেন ॥ আরে সর্বনাশ, ও নয়, ঐ সামনের বাড়ীর দিদিমণি!

দেব ॥ ও, এতক্ষণে বুঝেছি, আমাদের শ্বেতা দিদিমণি! তা নামটা বলতে পারতে! আমি বুঝি কিছু জানি না?

[দেবনারায়ণ যেতে গেল। দিব্যেনের নজর হঠাৎ দেওয়ালের ওপর পড়াতে]

দিব্যেন ॥ এই শোন। আবার তুই এখানে ক্যালেণ্ডারটা লাগিয়ে রেখেছিস?

দেব ॥ মা যে বললো—

দিব্যেন ॥ যেটা টাঙ্গানো ছিল সেটা কোথায়?

দেব ॥ (টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করে) এই যে বাবু!

দিব্যেন ॥ ওটা খুলে এইটা লাগিয়ে দে।

[দেবনারায়ণ তাই করে চলে গেল। দিব্যেন জানালা খুলতেই আবার কান্না শোনা গেল। দিব্যেন বিরক্ত ভরে জানালা বন্ধ করে দিয়ে]

দিব্যেন ॥ দূর, দূর, খেতে দেবার মুরোদ নেই, আবার—

[কমলা ঢুকল]

কমলা ॥ কার কথা বলছো ঠাকুরপো !

দিব্যেন ॥ কার আবার ? ঐ পাশের বাড়ীর ছেলে মেয়েগুলোর জ্বালায় টেঁকবার উপায় নেই।

কমলা ॥ (বিমর্ষ ভাবে) এ বাড়ীতে ছেলে পুলে নেই, তাহলে তুমি বেশ আছ বল ?

দিব্যেন ॥ (থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে) হাঁ আছিই তো। কেমন একটা শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

কমলা ॥ তা হিমালয়ের মাথাও তো বেশ শান্ত নিরিবিলি জায়গা, সেখানে গিয়ে থাকলেই তো পারো ?

দিব্যেন ॥ এটা তো একটা প্র্যাকটিকাল কথা হলো না।…

কমলা ॥ ছেলে থাকার চাইতে না থাকাটা বুঝি প্র্যাকটিকাল ব্যাপার ?

দিব্যেন ॥ তোমার সঙ্গে বৌদি…

[কমলার ক্যালেণ্ডারের ওপর নজর পড়াতে]

কমলা ॥ (চীৎকার করে) ঠাকুরপো ! এই ক্যালেণ্ডারটা ··

দিব্যেন ॥ আমিই লাগিয়েছি বৌদি, দাদার যেমন বিদঘুটে কাণ্ড ! বেবী ফুডের বিজনেস বলে প্রতি বছরেই ক্যালেণ্ডারের কেউ একই ফটো দেয় নাকি ? ঐ এক বাচ্চা মেয়ের ফটো ! একদম পারফেকট না। হ্যাক্‌নিড হয়ে গেছে। কোথাও চোখ দুটো একটু রিলিফ পায় না। আর দেখতো দাদার কোম্পানীর ডিসট্রিবিউটার, দাদারই…কি যে বলে ভায়রাভাই, আমাদের অমূল্যদার কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারটা একবার

দেখতো···কি ওয়াণ্ডারফুল ল্যাণ্ডস্কেপ, কলার কম্বিনেশানটা দেখেছ? গাছের সাজেশানটা দেখে মনে হয় যেন···

কমলা ॥ (হঠাৎ মৃদু কান্নায়) একটা ছবি নিয়ে একটু আনন্দ পাই, তা নিয়ে তোমরা অমন কর কেন বলো ত!

[কমলার চোখে জল ঘনিয়ে আসে। সে চলে যায়। দিব্যেন আবার আগের ক্যালেণ্ডারটা লাগিয়ে দেয়। জানলাটা খুলে দেয়। গোপালের মা-র গলা শোনা যায়]

গোপালের মা ॥ ঝাঁটা মারো! ঝাঁটা মারো! মর মর, পেটের ছেলেকে পর করে দিলে গা! নইলে পরের বাড়ীতে ঘর ঝেঁটিয়ে আমাকে খেতে হয়। ঝাঁটা মারো!

দিব্যেন ॥ ওঃ! খুব ঝি জুটেছে, দিনরাত ছেলের বৌকে ঝেঁটিয়ে চলেছে।

[এমন সময় শ্বেতা ঢুকলো। বয়স ১৮।১৯, দেখতে সুন্দর। আধুনিকা হলেও বাহুল্য বর্জিত পোষাক পরিচ্ছদ। চেহারায় মার্জিত ভাব।]

শ্বেতা ॥ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

দিব্যেন ॥ সে কথা চিঠিতেই লেখা আছে।

শ্বেতা ॥ কি লেখা আছে?

দিব্যেন ॥ আমি আশা করছি চিঠিটা তুমি কয়েকবার পড়েছে।

শ্বেতা ॥ কি করে বুঝলে?

দিব্যেন ॥ কারণ তোমার চিঠি পাওয়ামাত্রই আমি অন্তত দশবার পড়ি।

শ্বেতা ॥ কিন্তু তোমার চিঠি আমি একবারই পড়েছি।

দিব্যেন ॥ যাক্। আমার ভাগ্য ভালো যে বলো নি আমার চিঠি তুমি একবারও পড়নি। যাক গে, একবার পড়লেই যথেষ্ট। চিঠিগুলো এমন কিছু রবারিক নয় যে টানলে বাড়বে।

শ্বেতা ॥ (রাগ রাগ ভাব করে) যে ভাষায় তুমি চিঠি লিখেছ তাতে তোমার চিঠি পড়াই উচিত নয়।

অবশ্য ভালো কথা। কিন্তু তাতে তুমি বুঝতে পারতে না যে চিঠিটা কি ভাষায় লেখা আছে। ভাষাটা কি খুব দুর্বোধ্য লেগেছে?

শ্বেতা ॥ দুর্বোধ্য নয়, অভদ্র!

দিব্যেন ॥ (কৃত্রিম রাগে) তুমি আমাকে অভদ্র বলছ!

শ্বেতা ॥ তোমাকে বলছি না। বলছি তোমার ভাষাকে।

দিব্যেন ॥ যার নাম চাল ভাজা, তার নামই মুড়ি।

শ্বেতা ॥ তুমি লিখেছ, (চিঠিটা পড়তে থাকে) তুমি হয়ত তীর্থের কাকের ন্যায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছ। এক্ষণে বৃক্ষে আর সমারূঢ় না থেকে ধরণীতে অবতীর্ণ হও।

দিব্যেন ॥ ব্যস, পড়তেও এক সেকেণ্ড, বুঝতেও এক সেকেণ্ড।

শ্বেতা ॥ এটা কি একটা ভাষা হয়েছে?

দিব্যেন ॥ তাহলে বলতে হয় আধুনিক বাংলা ভাষায় তোমার কোন জ্ঞান নেই।

শ্বেতা ॥ তুমি ডাকলেই যে আমি চলে আসব, এই ধারণা তোমার কেমন করে হল?

দিব্যেন ॥ অনেক দিন ধরেই হয়েছে। কারণ ইতিপূর্বে তুমি অনেকবার এসেছে!

শ্বেতা ॥ ওঃ! কি জন্যে ডেকেছ?

দিব্যেন ॥ আমাকে তোমার কোন কথা বলবার আছে কিনা সে কথা জানবার জন্যে।

শ্বেতা ॥ তোমাকে বলবার আমার কিছু নেই।

দিব্যেন ॥ থাকা উচিত ছিল!

শ্বেতা ॥ আমার কিছু বলবার থাকলে আমি নিজেই আসব। তোমার ডাকবার দরকার নেই।

দিব্যেন ॥ মেয়েরা স্বভাব লাজুক, সব কথা নিজে থেকে—

শ্বেতা ॥ বলতে গেলে অনেক কথাই তো বলতে হয়।

দিব্যেন ॥ তাহলে অনেক কথাই বলো।

শ্বেতা ॥ শুনতে ভালো লাগবে ?

দিব্যেন ॥ তোমার কোন কথাটা আমার কবে খারাপ লেগেছে ?

শ্বেতা ॥ মালবিকাকে চেনো ?

দিব্যেন ॥ সে আবার কে ?

শ্বেতা ॥ মালতীকে ?

দিব্যেন ॥ বাপ-মারা মেয়ের এমন বিদঘুটে নাম রাখে কেন ?

শ্বেতা ॥ আকাশ থেকে পড়লে দেখছি !

দিব্যেন ॥ যদি পড়তেই হয় আকাশ থেকে পড়া ভালো। পড়া আর মরার মধ্যে সময়ের তফাৎ থাকে না।

শ্বেতা ॥ তাহ'লে এদের তুমি চেনো না ?

দিব্যেন ॥ চিনি না বললে পরে সত্যের অপলাপ হবে। তবে অত জেলাস হবার কোন কারণ নেই।

শ্বেতা ॥ কি বললে ? আমি জেলাসি করছি ! এতদিন বাদে কিনা—

[শ্বেতা রাগে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় প্রিয়তোষবাবুর সামনে। তাঁর বয়স ৫০।৫৫-এর কাছাকাছি। একমুখ গোঁফ দাড়ি। আব-ভাবে কথাবার্তায় পাগলাটে ভাব]

প্রিয় ॥ (শ্বেতাকে) সত্য আছে নাকি ?

শ্বেতা ॥ আমি তো ঠিক বলতে পারছি না। তবে—

[মুখ ঘুরিয়ে দেখে দিব্যেন নেই।]

প্রিয় ॥ ওঃ বলতে পারছো না।···তাহলে একটু বসেই যাই তোমাকে ; তো—

শ্বেতা ॥ আমি শিবচরণবাবুর মেয়ে—

প্রিয় ॥ শিবচরণের মেয়ে ! ওঃ তুমিই সেই—তাহলে আমি এখন যাই। ওরা যখন কেউ নেই......

[যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ব্যাগ থেকে একটা আপেল বার করে]

প্রিয় ॥ আচ্ছা দেখো ত, এই আপেলটা ভালো আছে কিনা ? পচা টচা নয় তো……(শ্বেতাকে দিল। শ্বেতা দেখতে লাগল) বুড়ো হয়ে পড়েছি। চোখে ভালো দেখতে পাই না। অসুস্থ ছেলেটাকে কি খাওয়াতে গিয়ে কি খাইয়ে ফেল্‌ব।

শ্বেতা ॥ আপেলটা ভালোই আছে।

প্রিয় ॥ ভালো আছে ত ! ভালো থাকলেই ভালো। আজকাল যে কি হয়েছে ! কেউ ভালো নয়। কেউ ভালো থাকে না ! কেউ ভালো থাকতে পারছে না।

[প্রিয়তোষ চলে গেল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ায় দিব্যেন]

দিব্যেন ॥ গেছে ! (দিব্যেন ভেতরে এল)

শ্বেতা ॥ অমন করে পালালে যে !

দিব্যেন ॥ চিঠির তাড়া থেকে বাঁচতে।

শ্বেতা ॥ ভদ্রলোক কে !

দিব্যেন ॥ এক কালে এই পাড়াতেই থাকতেন। এই বাড়ীটা ছিল ওর। দাদা ওর কাছে থেকে কিনে নিয়েছেন। তোমার চেনা উচিত ছিল, শুনেছি—

[পাশের বাড়ীর মেয়েটার কান্না আবার শোনা গেল।]

দিব্যেন ॥ উঃ ! ঐ মেয়েটার জ্বালায় এখানকার বাস দেখছি ওঠাতে হবে। লক্ষীটি শ্বেতা জানালাটা বন্ধ করে দাও।

[শ্বেতা জানালাটা বন্ধ করে দিল।]

শ্বেতা ॥ তাহলে আমি যাই।

দিব্যেন ॥ ভালো করে এখনও এলেই না, আর যাই যাই করছো ?

শ্বেতা ॥ না এখন যাই।

দিব্যেন ॥ আচ্ছা এস।

শ্বেতা ॥ তাহলে আমি চললুম।

দিব্যেন ॥ বললুম তো এসো।

শ্বেতা ॥ (কৃত্রিম রাগে) আবার যদি এস এস করো তাহলে সত্যি সত্যিই চলে যাব।

দিব্যেন ॥ তাহলে এতক্ষণ কি মিথ্যে মিথ্যে যাচ্ছিলে !

শ্বেতা ॥ আর কোনদিন ডাকলে যদি আসি, তাহলে আমার নাম শ্বেতাই নয়।

[শ্বেতা রেগে বেরিয়ে গেল]

দিব্যেন ॥ মেয়েটা কথায় কথায় বড্ড রেগে যায় দেখছি, এর সঙ্গে—

[কমলা ঢুকল]

কমলা ॥ শ্বেতা গেল নাকি ?

দিব্যেন ॥ (ঘাড় চুলকোতে থাকে)

কমলা ॥ মেয়েটি বেশ।

দিব্যেন ॥ চমৎকার মেয়ে, যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার······

[কমলার দিকে তাকাতে দেখে সে মুচকি হাসছে।]

কমলা ॥ থামলে যে !

দিব্যেন ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) তুমি যে বিশ্বাস করতে সুরু করলে ?

কমলা ॥ কেন ? করব না ?

দিব্যেন ॥ না না বৌদি, ও একদম সুবিধের মেয়ে নয়। কথায় কথায় চটে যায়।

কমলা ॥ এ বাড়ীর বৌ হয়ে এলে ও রাগ আর থাকবে না।

দিব্যেন ॥ (চট করে প্রণাম করে) তোমার মত বৌদি পাওয়া ভাগ্যের কথা !

কমলা ॥ দুর্ভাগ্য বলো !

দিব্যেন ॥ তোমার সঙ্গে কথায় দেখছি—

[গোপালের মা-র গলা শোনা গেল]

গোপালের মা ॥ মুখে আগুন অমন ব্যাটার বোয়ের। তা নইলে অমন সমত্থ ছেলে থাকতে কিনা আমাকে পরের বাড়ীতে গতর খাটিয়ে খেতে হয়। ঝাঁটা মারো……অমন ব্যাটার বোয়ের মুখে ঝাঁটা মারো…

দিব্যেন ॥ উঃ বৌদি, ঝি যোগাড় করেছ বটে! অনেক সাধ করে ছেলের বৌ ঘরে এনে এখন মনের সাধে তাকে ঝেঁটিয়ে নিচ্ছে।

কমলা ॥ ছেলে না থাকা, আর ছেলে পর হয়ে যাওয়ার যে দুঃখু তা তুমি কি করে বুঝবে ঠাকুরপো!

[কমলা দ্রুত ভেতরে যেতে গেল]

দিব্যেন ॥ ও বৌদি, রাগ করে চললে কোথায়? শোন না, আজ দাদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছ তো?

কমলা ॥ না! যাব না। সিনেমা দেখতে যেতে আমার ভালো লাগে না। দাদাকে টেলিফোন করে কথাটা জানিয়ে দিও।

[কমলা ভেতরে চলে গেল। দিব্যেন হতবাক হয়ে কমলার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।]

নেপথ্যে ॥ বৌমা।

দিব্যেন ॥ কে মাসীমা! আসুন ··

[মানদা ঢুকল। বয়স ষাটের কাছাকাছি।]

বৌদি, বৌদি, শীগগির এসো মাসীমা এসেছেন।

[কমলা ঢুকল। মানদাকে প্রণাম করল।]

বৌদি, আমি চললুম…

কমলা ॥ কোথায় চললে?

দিব্যেন ॥ যাই, গিয়ে বলে আসি যে বৌদি বলেছে এ বাড়ীর বৌ হয়ে এলে ও রাগ আর থাকবে না।

[যেতে গিয়ে ঘুরে এসে বৌদির কাছে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে থাকে।]

কমলা ॥ কি চাই?

দিব্যেন ॥ দশটা টাকা !

কমলা ॥ কেন ?

দিব্যেন ॥ যদি কথাটা শুনে আবার রেগে যায় তাহলে তো সিনেমা—

কমলা ॥ বেশ তো, আলমারী থেকে নিয়ে নাও গে যাও।

[দিব্যেন আর একবার প্রণাম করেই ভেতরে চলে গেল।]

কমলা ॥ কাল আসেন নি কেন মাসীমা ?

মানদা ॥ কাল গিয়েছিলাম বিভাদের ওখানে। রেল লাইনের ধারে একটা ঘরে ওরা থাকে। হরিপদ সারাদিন বাইরে থাকে। রুগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে বিভা থাকে। তাই মাঝে মাঝে যাই। আমি হলাম পাড়া বেড়ানো মাসী, এ পাড়া ও পাড়া করে বেড়াই।

কমলা ॥ আপনার ছেলে আসে নি ?

মানদা ॥ দু'দিন আগে এসেছিল। ক'ঘণ্টা থেকেই চলে গেল।

কমলা ॥ আপনার ছেলেকে নিয়ে এলেন না ?

মানদা ॥ বড্ড লাজুক ছেলে বৌমা ! কোথাও যেতে চায় না।

কমলা ॥ আপনার ছেলে এখন কোথায় কাজ করে মাসীমা ?

মানদা ॥ ঐ যে, কি যেন নাম, হাঁ-হা মনে পড়েছে—ধানবাদ, না, না ধানবাদ তো নয়, আসানসোল।

কমলা ॥ আসানসোলে খুব বড় কাজ করে বুঝি !

মানদা ॥ কি জানি বাপু, শুনিতো চার পাঁচশো টাকা মাইনে পায়।

কমলা ॥ আপনাকে খুব ভালবাসে মাসীমা ?

মানদা ॥ মা ছেলের কাছ থেকে শুধু ঐটুকুই তো চায় বৌমা ! ··· আর একটা কথা বৌমা, তোমার বাড়ীতে মুড়ি লাগে না ?

কমলা ॥ কেন মাসীমা ?

মনাদা ॥ এই আমার পাশের বাড়ীতে খুব দুঃস্থ একটি বৌ মুড়ি বেচে সংসার চালায়, যদি মুড়ি নিতে তাহলে তার বড় উপকার হতো।

কমলা ॥ বাড়ীতে কেউ তো মুড়ি খায় না। বেশ তো, বৌটিকে বলবেন, প্রত্যেক মাসে দশটা টাকা নিয়ে যেতে।

মানদা ॥ সে তা নেবে না বৌমা! সে বলে মান আর হুঁস, এই দুই নিয়েই মানুষ। এর একটা হারালে সে আর মানুষ থাকে না। আমি এখন যাই বৌমা, খোকা যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।

[হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়াতে কাছে এসে]

বাঃ, সুন্দর ছবিটি তো?

কমলা ॥ ওঁর কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার।

মানদা ॥ কৈ সেদিন তো দেখিনি!

কমলা ॥ ঠাকুরপো তাহলে খুলে রেখেছিল। মেয়েটার ছবিটা ভারী সুন্দর, না?

মানদা ॥ ছোট বেলায় সব ছেলেমেয়েই সুন্দর থাকে। তারপর যখন বড় হয়, বুঝতে শেখে, তেমন সুন্দর কি আর থাকে বৌমা?

কমলা ॥ কেন, আপনার ছেলে!

মানদা ॥ এ্যাঁ, আমার ছেলে! আমার ছেলের কথা ছেড়ে দাও বৌমা, অমন ছেলে ক'জনের ঘরে হয়?

[নেপথ্য থেকে মেয়েটির তীব্র কান্না শোনা যায়। কমলা তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।]

মানদা ॥ কাদের বাড়ীর মেয়ে বৌমা!

কমলা ॥ সামনের বাড়ীর। বড্ড কাঁদুনে, একদণ্ড মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। অনেকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে ওর মাও আর পারে না।

মানদা ॥ (আবেগভরা কণ্ঠে) ছোটবেলায় আমার খোকাও এমনি ছিল বৌমা, দিনরাত কাঁদত। কারুর কাছে যেত না। বড় হয়ে ছেলেরা—

কমলা ॥ মাসীমা! [মানদা যেন সম্বিত ফিরে পান।]

মানদা ॥ দেখেছ, আপন মনে কি রকম ভুল বকে যাচ্ছি! আমি যাই,

খোকা এসে আমাকে দেখতে না পেলে তখুনি চলে যাবে।

কমলা ॥ না, না, যাবে কেন ?

মানদা ॥ যায় বৌমা, যতই আঁকড়ে ধরতে চাও, ওরা ততই পালিয়ে যায়।

[মানদা তাড়াতাড়ি চলে যান। কমলা কি মনে করে ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দেয়। পাশের বাড়ীর বৌটিকে জানলায় দাঁড়িয়ে ছেলে ভুলোনো ছড়া সুরে গাইতে শোনা যায়। কমলা তাই দেখতে থাকে। একটা স্পট-লাইট ক্যালেণ্ডারের ছেলেটির ওপর পড়ে কাঁপতে থাকে।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

সেদিনই আরো একটু রাতে

[অমূলার সাজানো গোছানো ঘর। ঘরে তার দুটি ক্যালেণ্ডার। একটি বাচ্চা মেয়ের, যেটি সত্যেনের ঘরে দেখা গেছে। অপরটি একটি ল্যাণ্ডস্কেপের। অমূল্য ঘর্মাক্ত কলেবরে ঢুকেই ডাকতে লাগল।]

অমূল্য ॥ কৈ গো, কোথায় গেলে ?

[অমলা রেগে বেগে ঢুকল]

অমলা ॥ কি বলছ ? অমন চীৎকার করে কথা বলছ কেন ? ছেলেটা সবে ঘুমিয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে যাবে না ? (পাশে বসে) কি বলছো বল ?

অমূল্য ॥ দেখে এলাম !

অমলা ॥ কি দেখে এলে ?

অমূল্য ॥ পাঁজী।

অমলা ॥ তুমি আবার পাঁজী দেখতে পারো নাকি ?

অমূল্য ॥ না, তা পারবো কেন? এস, এন, রায় এণ্ড কোং-র সোল ডিসট্রিবিউটার আমি। একটা পাঁজী দেখতে পারবো না?

অমলা ॥ খুব হয়েছে! কি দেখেছ বল।

অমূল্য ॥ পরশু খুব ভালো দিন আছে। ঐ দিনই খোকার অন্নপ্রাসন দেওয়া যাক।

অমলা ॥ পরশু দিন! ঐ তু'দিনেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে?

অমূল্য ॥ সে সব ঠিক হয়ে গেছে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে তারও একটা লিষ্ট করে ফেলেছি। এই দেখো—

অমলা ॥ ওমা, মাত্র পঞ্চাশজন!

অমূল্য ॥ পঞ্চাশ জন কম হলো?

অমলা ॥ হলো না? পাড়ার লোকই তো একশ জন হয়ে যাবে। তারপর তোমার অফিসের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা। তার মুখে ভাতে এত হাত টানাটানি করলে চলে?

অমূল্য ॥ বেশ তাহলে একশজন!

অমলা ॥ কখনো না, অন্ততঃ পাঁচশজন।

অমূল্য ॥ ওরে বাবা অত টাকা পাবো কোথায়?

অমলা ॥ ব্যাঙ্ক থেকে তুলবে।

অমূল্য ॥ ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে তো! সব তুলে ফেলেছি।

অমলা ॥ (গালে হাত দিয়ে) ওমা! কি করেছ টাকা দিয়ে?

[অমূল হা হা করে হাসতে লাগল।]

হা হা করে হাসছ কেন? কি করেছ টাকা দিয়ে?

অমূল্য ॥ দেখো মেয়েদের পেটে ক্যাষ্টর অয়েল ভরা। কোন কথা জিরোতে সময় পায় না।

অমলা ॥ বলোই না গো!

অমূল্য ॥ আহা। এ সব হলো ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার!

অমলা ॥ (গলা জড়িয়ে) বলোই না গো !

অমূল্য ॥ (রেগে) কি বলবো কি ?

অমলা ॥ কি করেছ টাকা নিয়ে !···আমার সেই হার, ব্রেসলেট আর······

অমূল্য ॥ আরে বাবা না, তবে যাতে টাকা ঢেলেছি যদি সাক্‌সেস্‌ফুল হই তাহলে সোনা দিয়ে তোমাকে মুড়িয়ে দেব।

অমলা ॥ (গলাটা আরও জড়িয়ে ধরে) সত্যি বলছ ? দিদির মত—

অমূল্য ॥ তোমার দিদির টাকা আছে, বাড়ী গাড়ী আছে,গা ভর্তি গয়না আছে, কিন্তু তোমার নেই, এ দুঃখুটা তোমার অনেক দিনের।

অমলা ॥ হাঁ ! তোমাকে বলেছে !

অমূল্য ॥ বলবার দরকার নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

অমলা ॥ আসল কথাটা বলো ত ! টাকা নিয়ে কি করলে ?

অমূল্য ॥ আহা, সময়কালে সবই জানতে পারবে। যাক্‌, তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক, দেড়শ জনকে বলা যাক !

অমলা ॥ তুমি কি গা ! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, সবে একটা—

অমূল্য ॥ আহা, ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তো ? যদি বিদেশে পাঠাতে হয় তাহলে কত হাজার লাগবে সে খেয়াল আছে ? ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ানোটা······

অমলা ॥ আমার ছেলে ইন্‌জিনিয়ার হবে ? কখনো না। ওকে আমি ডাক্তার করবো।···

অমূল্য ॥ ডাক্তারদের এখন সে বাজার নেই। তার চাইতে দেশে এখন ইন্‌জিনিয়ার দরকার। ওকে আমি ইন্‌জিনিয়ার করবো।

অমলা ॥ না বাপু, ঐ হাফ প্যাণ্ট পরে আর হাতে ফিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আমি কখনো দেব না।

অমূল্য ॥ গলায় ঐ ফাঁসকল লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালেই খুব ভালো হবে ?

অমলা ॥ আমি ডাক্তারি পড়াব, পড়াব, পড়াব, শেষ কথা বলে দিলাম। তা হাঁ গা, টাকাগুলো নিয়ে কি করলে বলো না ?

অমূল্য ॥ আহা বলেছি তো সময়কালে সবই জানতে পারবে! হাঁ দেখো, আসতে আসতে শুনলাম একটি বাচ্চা ছেলে বলছে সে নাকি কোন থিয়েটার এ্যাক্টরের মত চুল কাটবে। শোন কথা! একটু বড় হলে খোকাকে আমি বোর্ডিং-এ রেখে দেব।...

অমলা ॥ (গালে হাত দিয়ে) ওমা সে কি কথা গো পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, মাত্র একটা, তাও বাড়ীতে থাকবে না ?

অমূল্য ॥ বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা হয় না।

অমলা ॥ তোমার হয় নি বলে বুঝি কারুর হতে নেই!

অমূল্য ॥ তোমার মুখে দেখছি আজকাল—

[ভবতারণবাবু ঢুকলেন। বয়স ৫০।৫৫-এর কাছাকাছি।]

ভবতারণ ॥ এই যে অমূল্য, তোমাদের কথার মধ্যেই এসে পড়লাম কিছু মনে করো না। একবার টাইম টেবিলটা দাও তো? বেনারস যাবার ট্রেণটা একবার দেখে নি।

অমলা ॥ সে না হয় দিচ্ছি কিন্তু আপনিই বলুন তো, বাড়ীতে রেখে ছেলেকে পড়াশুনা করানোটা ভালো নয় ?

ভবতারণ ॥ বলছি, বলছি, ওহে অমূল্য, তুমি তো ব্যবসাদার মানুষ, দুনিয়া ঘুরে বেড়াও, বেনারস যাবার ট্রেণটা কখন বলতে পার ?

অমূল্য ॥ সন্ধ্যে বেলায় ছাড়ে জানি।

ভবতারণ ॥ এটা কি উত্তর হলো ? বলি কটায় ছাড়ে, ক'নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ে সেটা তো বলবে ?

অমূল্য ॥ সেটা তো টাইম টেবিল দেখে বলতে হবে।

ভবতারণ ॥ আচ্ছা অমূল্য, চেঞ্জের পক্ষে বেনারস জায়গাটা ভালো, না পুরী।

পদ্ম বলছিল বেনারস, আর কানাই বলছিল পুরী যাবার কথা। আহা, টাইম টেবিলটা দাও না

অমূল্য ॥ (অমলাকে) টাইম টেবিলটা এনে দাও।

অমলা ॥ টাইম টেবিলটা তো কমলদা নিয়ে গেছেন। তাহলে কাকাবাবু বাড়িতেই—

অমূল্য ॥ না, না, বেডিংএ—

ভবতারণ ॥ বড় মুস্কিল ; তুমি বলছ বোর্ডিংএ, বৌমা বলছে বাড়ীতে। তাহলে এক কাজ করো, ওকে বোর্ডিংএ রেখে তোমরা দুজনে বরঞ্চ সেখানে গিয়ে থাকো। (অমলাকে) তুমি তাহলে টাইম টেবিলটা আনিয়ে রেখো।

[ভবতারণ উঠে আবার বসল]

আচ্ছা যদি গয়া যাওয়া যায়, তাহলে চৌদ্দপুরুষের মুখে একটু জলও দেওয়া যায় আর···আহা টাইম টেবিলটা—

অমলা ॥ কাকাবাবু, আর একটা কথা বলে যান তো।

ভবতারণ ॥ একটা কেন, হাজারটা বলতে পারি। বুড়ো হলে কাজ করতে ভালো লাগে না, কিন্তু কথা বলতে খুব ভালো লাগে।

অমলা ॥ ছেলেকে ডাক্তারী পড়ানোই তো ভালো ?

ভবতারণ ॥ তাতো বটেই। একবার নাড়ী টিপলেই চার টাকা। তারপর একশিশি জলের দাম সেও কোন না—

অমূল্য ॥ না কাকাবাবু, আমার মতে এখন ইনজিনিয়ারিং পড়ানোই ভালো।

ভবতারণ ॥ তাতো বটেই। দেশে এখন ভারী ভারী পরিকল্পনা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা চাই। হাজারে হাজারে ইনজিনিয়ার চাই। খেতে পাই আর না পাই কোমর বেঁধে দেশের কাজে নেমে পড়া চাই।

অমলা ॥ বাঃ, বেশ কথা বলছেন ! তাহলে আমার ছেলে ডাক্তার কি করে হবে ?

ভবতারণ ॥ তা ওতো বটে। তাহলে না হয় ডাক্তারীটা পড়িয়ে তারপর ইনজিনিয়ারিংটা পড়িয়ে নিও। তারপর বেবী ফুড বিক্রীর কাজে যুতে দিও। যাকগে যা বলছিলাম—বুঝলে অমূল্য, ছেলেটা বলছিল যে ওয়ালটেয়ার নাকি ভারী স্বাস্থ্যকর জায়গা। পেটের রোগে ওখানকার জল নাকি জোঁকের মুখে নুন। তাই ভাবছিলাম যদি গয়া না গিয়ে—তা ছেলের অন্নপ্রাসন কবে দিচ্ছ ?

অমূল্য ॥ ভাবছি তো পরশু দেব।

ভবতারণ ॥ খুব ভালো কথা, অতি আনন্দের কথা। আমাকে নেমন্তন্ন করতে তোমাকে আর যেতে হবে না। তোমরা হলে গিয়ে আমার আপনার লোক, যদিও পেটের অবস্থাটা তেমন ভালো নয়, তাহলেও আমি নিজেই চলে আসব। টাইম টেবিলটা কিন্তু আনিয়ে রেখো।

[অমলা ঘাড় নাড়ল। ভবতারণ চলে গেলেন]

অমলা ॥ হাঁ গা, বলো না গো টাকা নিয়ে কি করলে ? শেষকালে ছেলের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হবে নাকি ?

অমূল্য ॥ না গো না, যদি লেগে যায়, তাহলে ছেলের হাত ধরে, সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসব।

অমলা ॥ সত্যি বলছ ?

অমূল্য ॥ হাঁ গো হাঁ।

অমলা ॥ (আরও কাছে এসে) সত্যি ?

অমূল্য ॥ সত্যি। খালি দীপচাঁদ বাবুর হাতযশ আর একটুখানি ধৈর্য !

অমলা ॥ সত্যি !

[অমূল্যর বুকে আনন্দে অমলা মাথা রাখল।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

সেদিন রাত নটায়

[হরিপদর ছোট্ট খুপরি মত ঘর। চরম দারিদ্রের চেহারা চার দিকে। একটা বাচ্চা মেয়ে, বয়স ৯।১০. বিছানায় শুয়ে আছে। অস্থিরভাবে এদিক ওদিক করছে। হরিপদর স্ত্রী বিভা একটু দূরে একটা লণ্ঠনের কাছে বসে চটের ব্যাগ সেলাই করছে।]

খুকী ॥ (উঠে বসে) মা!

বিভা ॥ আবার উঠে বসেছিস? শো ঘুমো।

খুকী ॥ আমি ঘুমোব না।

বিভা ॥ ঘুম না পায় শুয়ে থাক।

খুকী ॥ না শোব না। (খুকী বিছানা থেকে নামতে যায়)

বিভা ॥ বিছানা থেকে নামিস না খুকী। পড়ে যাবি।

খুকী ॥ মা ক্ষিদে পেয়েছে।

বিভা ॥ বিকেলে তো সাবু খেয়েছিস!

খুকী ॥ ঐটুকু জল-সাবুতে পেট ভরে?

বিভা ॥ খুব ভরে। যেমন পোড়া কপাল করে এসেছিস বারবাব খাওয়া কোথেকে জুটবে?

খুকী ॥ ক্ষিদে পেয়েছে—দাওনা মা খেতে!

বিভা ॥ চুপ করে থাক বলছি!

খুকী ॥ না, আমি চুপ করবো না। দাওনা খেতে!

[বিভা বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। তারপর একটা কৌটো থেকে কিছু মুড়ি বার করে বাটিটা বিছানায় রাখে।]

বিভা॥ নে, খা।

খুকী॥ না, আমি মুড়ি খাব না।

বিভা॥ লক্ষ্মী সোনা মেয়ে, খেয়ে নে।

খুকী॥ রোজ মুড়ি খেতে ভালো লাগে না। ভাত খাব।

বিভা॥ অসুখের ওপর ভাত খায় না, সহ্য করতে পারবি না।

খুকী॥ খুব পারবো। দাও তো?

বিভা॥ বলেছি তো, আর দু একদিন বাদে ভাত দেব।

খুকী॥ রোজই এক কথা বলো। আজই আমি ভাত খাবো।

বিভা॥ রাত্রে আর ভাত খায় না। কাল সকালে খাস।

খুকী॥ না, এখন খাব।

বিভা॥ তবে রে হতভাগা মেয়ে, একবার বললে কথা-শোনা হয় না!

[বিভা খুকীর এগালে ওগালে চাঁটি কষাতে থাকে। খুকী কাঁদতে থাকে। বিভা আবার সেলাই করতে বসে আপন মনে বলতে থাকে।]

বিভা॥ এক বছর ধরে হাড় ভাজাভাজা করে দিল? আগেরটাও জ্বালিয়ে গেছে, এটাও—

[বিভা আর বলতে পারে না। খুকীর কাছে এসে মুড়ির বাটিটা খুকীর হাতে দিয়ে ওর চোখ দুটো মুছিয়ে দেয়। সেলাই করতে বসে। খুকী কান্না চাপতে চাপতে মুড়ি খেতে চেষ্টা করে। পারে না। লণ্ঠনের আলোটা কমে যেতে থাকায় হ্যারিকেনটা নেড়ে দেখে। তারপর বোতল এনে তাতে যতটুকু তেল ছিল হ্যারিকেনে ঢেলে দেয়, সলতেটা বাড়িয়ে দেয়, খুকী শুয়ে পড়ে। হাতের মধ্যেতে ধরা মুড়িগুলো ঝরে পড়তে থাকে। খুক খুক খুক করে কাশতে কাশতে

হরিপদ প্রবেশ করে। রোগা হাড় জির জিরে, বাতে নুয়ে পড়া হরিপদর চেহারা। একগাল দাড়ি। ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় পরনে। হাতে পিঠে অনেকগুলো র‍্যাশানের থলি। সেগুলো এক কোনে নামিয়ে রেখে তার ওপরে বসে বিশ্রাম করতে থাকে। বিভা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে করতে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।]

বিভা ॥ আজ এত দেরী হলো যে আসতে ?

হরিপদ ॥ সিনেমার শো ভাঙলে যদি দু চারটে বিক্রী হয় সেই আশায় বসে ছিলাম।

বিভা ॥ কাল থেকে তোমাকে এ কাজ করতে হবে না।

হরিপদ ॥ তাহলে একবেলা যাও বা জুটছে তাও তো জুটবে না।

বিভা ॥ না জুটুক, তোমাকে —

হরিপদ ॥ হাঁড়ি চড়েছে ?

বিভা ॥ কি দিয়ে চড়বে ?

হরিপদ ॥ তাহলে এ কাজ করতে বারণ করছো যে ? মেয়েটা কি খেয়েছে ?

বিভা ॥ জলসাবু, দুটো মুড়ি, আর পরশুদিন মাসীমার দেওয়া ক'কোয়া কমলা লেবু !

হরিপদ ॥ (খুকীর দিকে তাকিয়ে) ঘুমোচ্ছে ?

বিভা ॥ বোধ হয়। একটু আগে কাঁদছিল।

হরিপদ ॥ কেন ?

বিভা ॥ ভাত খাবে বলে বায়না ধরেছিল।

[হরিপদ ম্লান হাসলো।]

কি ছিল, আর কি হয়েছে !

হরিপদ ॥ ওর আগে খোকার কথা একবার ভেবে দেখ।

বিভা ॥ খোকনের কথা আর তুলো না। (বিভার গলায় কান্নার সুর লাগে)

হরিপদ ॥ মনে পড়ে যায়, ভুলতে পারি না যে !

[হরিপদ একটু করে কাশতে থাকে]

ক' দিন হলো খোকা চলে গেছে ?

বিভা ॥ তোমার চাকরি গেছে ক'বছর হলো ?

হরিপদ ॥ দু' বছর।

বিভা ॥ যেদিন তোমার চাকরি গেল, ঠিক তার পরের বছর ঐ দিনেই খোকা চলে গেল।

হরিপদ ॥ গত বছর ?

বিভা ॥ হাঁ।

হরিপদ ॥ এ বছরে সেদিন আসতে আর কত দেরী ?

বিভা ॥ কেন ?

হরিপদ ॥ এবার হয়তো—

বিভা ॥ ছিঃ, অমন কথা মুখে এনো না !

হরিপদ ॥ (উত্তেজিত কিন্তু কান্নাভরা গলায়) আনবো না ? কিন্তু কেন বলতে পারো ? ওর গায়ের জামাটা তোল ত ? বুকের প্রত্যেক ক'খানা হাড় গোনা যাবে।

বিভা ॥ তাই বলে—

[বিভার গলা কান্নায় আটকায়]

হরিপদ ॥ শোন—

বিভা ॥ কি ?

হরিপদ ॥ তুমি আপত্তি করবে না বলো ?

বিভা ॥ কি বলো ?

হরিপদ ॥ বলছিলাম যে মেয়েটাকে যদি কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় !

বিভা ॥ (চমকে উঠে) কি বললে ?

হরিপদ ॥ বলছিলাম, মেয়েটাকে যদি কাউকে দিয়ে দি ?

বিভা ॥ কাকে ?

হরিপদ ॥ ধর, যাদের ছেলেপুলে নেই কিন্তু অবস্থা আছে—

বিভা ॥ (উঠে) না না, আমি দেব না ! ও আমার কাছে থাকবে !

হরিপদ ॥ তুমি বুঝতে পারছ না বিভা, ওকে বাঁচাতে গেলে ওর চিকিৎসা করতে হবে, পথ্য দিতে হবে।

বিভা ॥ না, না !

হরিপদ ॥ আমার কথা শোন, বাপির কথা মনে করো। আমার চাকরি গেল। আধ পেটা খেয়ে আমাদের দিন কাটতে লাগলো। খোকা অসুখে পড়ল। বৃথাই হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরলাম। তারপর, তারপর একদিন · (হরিপদ কাঁদতে থাকে) খুকীকেও আর সেই পথে ঠেলে নাই বা দিলাম বিভা ! কারুর ঘরে ও যদি খেয়ে পরে বাঁচতে পায়, তাই কি আমাদের করা উচিত নয় ?

বিভা ॥ (উচ্ছ্বসিত কান্নায়) না না, তুমি যাই বল, আমি ওকে দেব না। কাউকে আমি দেব না। তাহলে কাকে নিয়ে আমরা বাঁচবো বল ত ?

হরিপদ ॥ আমরা বাঁচতে পারবো না বলেই তো ওকে দিতে চাই।

বিভা ॥ তা বলে—

হরিপদ ॥ তাই—(হরিপদ কান্না চাপবার চেষ্টা করে। তার ফলে কাশি সুরু হয় তার) আঃ বিভা, তুমি সরে যাও, তুমি সরে যাও।

বিভা ॥ না, আমি যাব না।

হরিপদ ॥ আমার কথা শোন, নয়তো কাল-ব্যাধিতে তোমাকেও ধরবে।

বিভা ॥ ধরে ধরুক, মরতে হয়, সবাই মরবো।

হরিপদ ॥ আঃ, যা বলছি শোন।

[হরিপদর কাশি বাড়ে। কাশির আওয়াজে খুকীর ঘুম ভেঙে যায়। খুকী ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। তারপর কাকে যেন বিছানার চারপাশে খুঁজতে থাকে।]

খুকী ॥ মা, মা,—(বিভা তাড়াতাড়ি খুকীর কাছে আসে।)

বিভা ॥ খুকী!

খুকী ॥ মা, দাদা কোথায়? দাদা?

বিভা ॥ দাদা তো মামার বাড়ীতে।

খুকী ॥ আমি দাদার কাছে যাব। দাদার কাছে যাব।

[বিভা খুকীকে নানা কথায় ভোলাতে চেষ্টা করে। খুকী তবু বলে চলে—]

খুকী ॥ মা, আমি দাদার কাছে যাব।

হরিপদ ॥ (চীৎকার করে) শুনছো বিভা, খুকী কি বলছে? এর পরেও কি তুমি—

[হরিপদ আর বলতে পারে না। অদম্য কাশির ভারে সে ভেঙ্গে পড়ে। রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরে। রুমালটা রক্তে ভরে যায়। তারপর শান্ত হয়। অল্প অল্প হাঁপায় সে। ওদিকে বিভা খুকীকে ভুলিয়ে শুইয়ে দেয়।]

হরিপদ ॥ একটু জল!

[বিভা তাড়াতাড়ি মাটির কলসী থেকে হরিপদর জন্যে জল গড়িয়ে এনে দেয়। হরিপদ আলগোছে জল খায়। বিভা কাঁদতে কাঁদতে সেইখানে বসে পড়ে। হরিপদর জানুর ওপর মাথা রেখে বলে—]

বিভা ॥ তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর।

[বিভা আর বলতে পারে না। গভীর কান্নায় সেও ভেঙ্গে পড়ে। হরিপদর চোখের জল বিভার মাথার ওপর পড়তে থাকে।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

পরদিন সকাল ছ'টায়

[জানলা দিয়ে মিষ্টিরোদ এসে পড়েছে। শুচিস্নাত অবস্থায় কমলা, মামীমা ও জনৈক সৌম্য দর্শন গণক পণ্ডিতকে দেখা গেল।]

গণক ॥ তাহলে আমি চলি মা!

মানদা ॥ ঠাকুরমশাই!

গণক ॥ ভগবান এর মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।

কমলা ॥ তাহলে কি—

গণক ॥ হবে মা হবে, মা তুমি নিশ্চয়ই হতে পরবে। বিধাতা কোন নারীরই মা হবার কামনাকে অপূর্ণ রাখেন না।

মানদা ॥ এই কথাটাই তো আমিও বলি বৌমাকে! তার উত্তরে ও বলে—আজ পনের বছর ধরে শুধু যে অপেক্ষাই করে আছি মাসীমা!

গণক ॥ প্রতীক্ষার কি শেষ আছে মা? একটি সন্তান লাভের আশায় তোমাদের যে জন্ম-জন্মান্তর অপেক্ষা করতে হয়। (কমলা জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতে) কিছু বলবে? বল মা, বুড়ো ছেলের কাছে মায়ের সঙ্কোচ হওয়া তো উচিত নয়! কি বলছিলে মা?

কমলা ॥ আমার কি—

গণক ॥ তোমরা মায়ের জাত, মা হয়েই তো মেয়েরা জন্মায়। মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানের আরাধনা করো, আর তোমাকে যে কবচটি দিয়েছি শুভক্ষণ

দেখে কোন পুত্রবতীকে দিয়ে ধারণ করো। দেখবে, তোমার কামনা নিশ্চয়ই পূরণ হবে। তাহলে আমি চলি মা, চলি দিদি।

[উভয়ের প্রণাম নিয়ে গণক চলে গেলেন।]

কমলা॥ মাসীমা, যেদিন এই কবচটা পরবো সেদিন খুব ঘটা করে সত্যনারায়ণের পুজো দেব।

মানদা॥ বেশ তো, কালই তো পূর্ণিমা। শুভদিন।

কমলা॥ তাহলে কালই পুজো দেব। আপনি এসে এই কবচটা পরিয়ে দিয়ে যাবেন।

মানদা॥ (ভীত কণ্ঠে) আমি? না না, আমি না!

কমলা॥ কেন? আপনার তো ছেলে আছে মাসীমা, আর আপনার ছেলের মত ছেলে ক'জনের হয়?

মানদা॥ তা হোক, তুমি বরঞ্চ অন্য কাউকে দিয়ে—

কমলা॥ না। আপনার চাইতে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই।

মানদা॥ এ ত শুধু তোমার আমার কথা নয় বৌমা!

কমলা॥ তা হোক্ তবু আপনাকেই—

মানদা॥ (পিঠে স্নেহ ভরে হাত রেখে) মিথ্যে অভিমান করে না বৌমা, আজ বুঝতে না পারো, একদিন তুমি বুঝতে পারবে কেন তোমার মাসীমা এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারলো না।

কমলা॥ কেন মাসীমা?

মানদা॥ এখুনি নাই বা জানলে বৌমা, তবে আমার মন বলছে তোমার কোলে ঠিক ছেলে আসবে।

কমলা॥ আমার আর বিশ্বাস হয় না মাসীমা!

মানদা॥ এইবার ঠিক হবে, তুমি দেখে নিও। এই নতুন মাসীমাই তার যে একজন সাক্ষী। হ্যাঁ বৌমা, ঠিক তোমারই মত অনেক বছর আমাকে কাটাতে হয়েছিল। তারপর আজ যিনি এলেন, ওঁনার গুরু এসে আমাকে

একটা মাদুলী দিয়ে গেলেন। ভগবান এইবার মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল খোকা জন্মাবার পরেই উনি চলে গেলেন।

[মানদার চোখের কোণে জল ভরে ওঠে। বিষাদ করুণ কণ্ঠে বলে চলেন।]

তারপর, তারপর কত কষ্ট করে ছেলেটাকে মানুষ করেছি বৌমা, সে দুঃখের কথা যদি কোনদিন তোমাকে বলি, সেদিন বুঝবে, গর্ভধারিনী হওয়া যত সহজ, মা হওয়া তত সহজ নয়।

[মানদা হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নেন। তারপর অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় বলে ওঠেন।]

কথায় কথায় কত দেরী হয়ে গেল বলো ত? খোকার আসবার কথা আছে, আবার রাগ করে চলে না যায়। যাই বৌমা!

কমলা॥ একটু দাঁড়ান মাসীমা। (কমলা মানদার মুখের দিকে তাকায়। তারপর প্রণাম করে।)

মানদা॥ হঠাৎ প্রণাম করছো যে বৌমা?

কমলা॥ যেন আপনার মত মা হতে পারি!

মানদা॥ (চিবুক ধরে চুমু খেয়ে) আর আমার কি সাধ জানো বৌমা? ছেলের বৌ যদি কোনদিন হয় তাহলে তোমার মত বৌ-ই যেন পাই।

কমলা॥ (কান্নাভরা গলায়) তাহলে যে নাতি-নাত্নীর মুখ দেখতে পাবেন না মাসীমা!

[কমলা কান্না চাপতেই যেন দ্রুত ভেতরে চলে যায়।]

মানদা॥ বৌমা! বৌমা!!

[নেপথ্যে শ্যামলের ডাক শোনা গেল, মা, মা। মাসীমা ভীত ত্রস্ত হয়ে বাইরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। দর্শকরা শ্যামলকে দেখতে পয়ে না।]

শ্যামল॥ (নেপথ্যে) মা, তুমি এইখানে আছ, আর আমি তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মানদা॥ তুই এখন যা খোকা, আমি বউমাকে বলে এক্ষুণি যাচ্ছি।

শ্যামল ॥ (নেপথ্যে) তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু ! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

মানদা ॥ বললাম তো এক্ষুণি যাচ্ছি। তুই যা।

শ্যামল ॥ (নেপথ্যে) এখন কিছু ছাড়ো তো দেখি ?

মানদা ॥ এই নে।

[মানদা বাইরে থেকে কি যেন দিল ঠিক বোঝা গেল না।]

শ্যামল ॥ তাড়াতাড়ি আসবে।

[শ্যামল চলে গেল বোঝা গেল, কমলা ঢুকল।]

কমলা ॥ কার সঙ্গে কথা বলছিলেন মাসীমা ?

মানদা ॥ শ্যামল এসেছিল ?

কমলা ॥ আপনার ছেলে ? আমার সঙ্গে দেখা না করেই পাঠিয়ে দিলেন ?

মানদা ॥ ঐ যা, একদম ভুলে গেছি ! যা তাড়াতাড়ি করল ! দেখতো বৌমা, মা বাড়ীতে নেই তো কি হয়েছে ? দু'দণ্ড বাড়ীতে বোস, তা নয়। কার কাছে খোঁজ খবর করে একদম এখানে এসে হাজির।

কমলা ॥ বাইরে থেকে বাড়ীতে এসে মাকে দেখতে না পেলে সব ছেলেরই অমন হয়। তা ছাড়া আপনার ছেলে যা মা-অন্ত প্রাণ !

মানদা ॥ (একটা চেষ্টাকৃত হাসির সঙ্গে) মা অন্ত প্রাণ, তাই মায়ের প্রাণ অন্ত করে ছাড়ছে !

[মানদা চলে যান। কমলা তৃষ্ণার্ত নয়নে ক্যালেণ্ডারের সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশের বাড়ী থেকে ছেলে মেয়েদের কলরব শোনা যায়। কমলা আগ্রহভরে তা শুনতে থাকে। সত্যেন ঢুকল, সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, বয়স ৪০।]

সত্যেন ॥ কমলা ?

কমলা ॥ একি ! তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

সত্যেন ॥ একটু আগে।

কমলা ॥ ডাকো নি যে ?

সত্যেন ॥ ধ্যান ভাঙ্গাতে সাহস হচ্ছিল না। আঃ, পাশের বাড়ীর ছেলে গুলোর জ্বালায় শান্তিতে এখানে থাকবার উপায় নেই !

কমলা ॥ শান্তি চাও তো সহরে বাস না করে বনে জঙ্গলে বাস করলেই পারো ?

সত্যেন ॥ তুমি ভেবে দেখ কমলা, আমরা কত শান্তিতে আছি। ছেলে মেয়েদের চ্যাঁ ভ্যাঁ নেই, কান্নাকাটি নেই, কিছু নেই। ওঃ, ভগবানের আশীর্বাদ যে আমাদের কোন ছেলে পুলে—

কমলা ॥ হঠাৎ ছেলে-পুলে নিয়ে পড়লে কেন বলতো ? সকাল বেলায় কোথায় গিয়েছিলে ?

সত্যেন ॥ আর বলো কেন ! শুনতে পাচ্ছি যে বাইরে থেকে বেবী ফুডের ইম্পোর্ট নাকি আজকালের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে দেবে। বুঝতেই পারছো আমাদের বেবী ফুডের ডিম্যাণ্ড মার্কেটে বেড়ে যাবে। তাই বুঝতে পেরে সবাই বোধ হয় আমাদের বেবী ফুড হোর্ড করতে স্থরু করে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমার ঐ ভায়রা ভাই অমূল্যও এর মধ্যে আছে।

কমলা ॥ তা হলে তুমি অমলার ওখানে গিয়েছিলে ?

সত্যেন ॥ হা, না—যাবো বলেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাঝপথে—

কমলা ॥ বাজে কথা কেন বলছ ? আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কোথায় গিয়েছিলে !

সত্যেন ॥ কোথায় বলো ত ?

কমলা ॥ ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে।

সত্যেন ॥ আরে না, না।

কমলা ॥ কি বললো তোমায় ডাক্তার ?

সত্যেন ॥ আরে আমি যাই নি তো বলবে কি

কমলা ॥ কেন সাত সকালে মিথ্যে কথাগুলো বলছ ?

সত্যেন ॥ তোমার কাছে আমি কোন দিন মিথ্যে কথা বলেছি ? দিব্য কি করছে ?

কমলা ॥ ঘুমোচ্ছে বোধ হয় ! অফিস যাবে নাকি ?

সত্যেন ॥ না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

কমলা ॥ জানো, আজ সকালে মাসীমা ভাটপাড়া থেকে এক পণ্ডিত নিয়ে এসেছিলেন ?

সত্যেন ॥ তাই নাকি ?

কমলা ॥ আমার হাত দেখে আশা দিয়ে গেছেন। একটা কবচও দিয়ে গেছেন। তুমি যদি বলো আমি পরি ?

সত্যেন ॥ বেশ তো পরো !

কমলা ॥ তুমি যে এ সবে বিশ্বাস করো না !

সত্যেন ॥ কে বলেছে করি না। এই তো দেখো আজকের কাগজেই বেরিয়েছে একটা দশ বছরের মেয়ে জন্ম থেকে কথা বলতে পারতো না। বড় বড় ডাক্তাররা হার মেনে গেল। শেষকালে কোন এক মন্দির থেকে পুজো দিয়ে আসবার সময় হঠাৎ মেয়েটি কথা বলতে স্বরু করে দিল ! কি মজার—

কমলা ॥ তোমার কি হয়েছে বলো ত ? তখন থেকেই দেখছি—

সত্যেন ॥ না—কিছু না ! কি আবার হবে ?

কমলা ॥ কাল ভাবছি সত্যনারায়ণের পুজো দেব...

সত্যেন ॥ (হঠাৎ উৎসাহে) তাই নাকি ! খুব ভালো কথা। আমি এক্ষুণি দিব্যেন আর কাশীনাথকে বাজারে পাঠাচ্ছি, তোমার পুজোর জিনিস আনতে দিচ্ছি। কত দেব ! পঞ্চাশ ! একশ !! দু'শো !!

কমলা ॥ দুশো টাকা ! কি হয়েছে তোমার বলো ত ! দুশো টাকা তুমি—

সত্যেন ॥ বার বার এক কথা তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন বলো ত! কি আবার হবে আমার? আমি ভালই আছি।

[সত্যেন ভেতরে চলে গেল। কমলা বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রিয়নাথ ঢুকলেন।]

প্রিয়নাথ ॥ এই যে বৌমা, কেমন আছ?

কমলা ॥ ভালোই আছি।

প্রিয়নাথ ॥ একটা কাজ করে দাও তো বৌমা!...

কমলা ॥ কি কাজ বলুন?

প্রিয়নাথ ॥ কাজটা এমন কিছু নয়। তবে কিছুক্ষণ সময় লাগবে! এইখানে আমি বসি। কেমন? (বসে) তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তুমিও বস। [কমলাও বসল]
(ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে) জানো বৌমা, এ ঘরটায় খোকা শুত। এই যে আমি এখানে বসে আছি, এইখানে ওর খাটটা ছিল, আর ঐ কোণটায় তার চেয়ার টেবিল ছিল। জানো বৌমা, এখানে এলেই আমি যেন খোকাকে চোখের সামনে দেখতে পাই; তাই বলা নেই, কওয়া নেই, আমি হুট্ করে একদম দোতলায় চলে আসি। কিছু মনে করো না তো?

কমলা ॥ না না, মনে করবো কেন? যখন ইচ্ছে হয় আসবেন। হ্যাঁ, কি যেন কাজের কথা বলছিলেন?

প্রিয় ॥ এই দেখো কথায় কথায় কাজের কথাটাই ভুলে গেছি। (পকেট থেকে কয়েকটা পোস্টকার্ড খাম বার করে) ছেলেটা চিঠি দিয়েছে। তা চোখে তো ভালো দেখতে পাই না। তোমাকে চিঠিটা পড়ে দিতে হবে।

কমলা ॥ অনেকগুলো তো চিঠি, কোনটা পড়বো।

প্রিয় ॥ দেখলে তো কেমন ভুলো মন! সব মিলিয়ে বসে আছি। এরই মধ্যে একটা হবে, একটু বেছে নিয়ে পড়ো না ?

[কমলা একটা পোস্টকার্ড বার করে পড়বার উদ্যোগ করল।]

প্রিয় ॥ জানো বৌমা, ঐখানটায় রেডিওটা থাকত।...আর...

কমলা ॥ পড়ি কাকাবাবু

প্রিয় ॥ হাঁ হাঁ পড়ো।

কমলা ॥ (পড়তে লাগল) পরম পূজনীয় বাবা! কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি।

প্রিয় ॥ যাঃ বাবা, ছেলেটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! আমি আবার কয়েকদিনের মধ্যে তাকে কোথায় চিঠি দিলুম ?

কমলা ॥ না কাকাবাবু, আমিই ভুল পড়েছি। এতে লেখা আছে যে অনেকদিন হইল আপনার কোন পত্র আমি পাই নাই।

প্রিয়নাথ ॥ তাই বলো! তুমি দেখছি আমারই মত চোখে কম দেখতে স্থুরু করেছ! হাঁ! তারপর কি লিখেছে ?

[কমলা পড়তে যায়, কিন্তু প্রিয়তোষ তাকে থামিয়ে দেয়।]

আচ্ছা বৌমা! আমি ভুল করছি না তো ? খোকার খাটটা বোধ হয় এদিকে ছিল না—ঐ দিকে ছিল।

কমলা ॥ আপনার ছেলে তারপর লিখেছে—

প্রিয় ॥ হাঁ পড়ো, পড়ো, তারপর কি লিখেছে ?

কমলা ॥ আপনি আশা করি ভালো আছেন।

প্রিয় ॥ এই দেখো, আমি আবার খারাপ থাকলুম কবে যে আশা করছিস আমি ভালো আছি! তোর শরীর খারাপ, তুই লেখ কেমন আছিস! তা নয়—

কমলা ॥ এই তো লিখেছে, বর্তমানে আমার শরীর বেশ ভালোই আছে।

প্রিয় ॥ তাই বলো, লিখেছে ? আর কি লিখেছে ? জানো বৌমা, খোকার খাটটা এদিকেই ছিল।

কমলা ॥ আপনার ছেলে তারপর লিখেছে···এখানে থাকতে আমার একদম ভালো লাগছে না।

প্রিয় ॥ তাতো লাগবেই না। বিদেশে বিভূঁয়ে দুটো পয়সার জন্যে পড়ে থাকার কোন মানে হয় ?

কমলা ৷ তা তো বটেই !

প্রিয় ॥ তারপর ধরো যদি হঠাৎ আবার অসুখে বিসুখে পড়ে তাহলে বাঁচানই দায় হয়ে পড়বে। ইচ্ছে ছিল শিবচরণের ঐ মেয়েটা ··কি যেন নাম···এ বাড়িতে প্রায়ই আসতে দেখি ঐ দিব্যেনের সঙ্গে···ওর সঙ্গেই বিয়েটা দিয়ে দেব···কিন্তু কি যে হলো, হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল—আমি যাই—বোধ হয় আবার ডাকের সময় হয়ে গেল। এ ডাকে হয়তো খোকা—

[প্রিয়তোষ ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। দিব্যেন প্রবেশ করল।]

গোপালের মা ॥ ঝ্যাঁটা মার···ঝ্যাঁটা মার···

দিব্যেন ॥ উঃ বাপরে বাপ্···এদিকে চিঠি ওদিকে ঝাঁটা···উঃ···এত ঝাঁটা পায়ই বা কোত্থেকে, আর মারেই বা কি করে ?

কমলা ॥ এতক্ষণে বুঝি ঘুম থেকে ওঠা হলো !

দিব্যেন ॥ ঘুম আর হলো কৈ ? তোমার ঐ গোপালের মার ঝ্যাঁটার চোটে তো ঘুম বাপ বলে পালিয়েছে।···বৌদি, শুনলুম কাল নাকি ঐ বাড়িতে হৈ চৈ কাণ্ড ! বিরাট পুজো হবে···দুনিয়া শুদ্ধু লোক খাবে···

[কমলা মৃদু হাসতে থাকে]

জানো বৌদি একটা জিনিস আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কমলা ॥ কি ঠাকুর পো ?

দিব্যেন ॥ ক' বছরের মধ্যে এ বাড়িটা ছেলে মেয়েতে ভরে যাবে। দাদার এ কাঁধে ও কাঁধে একটা···

[সত্যেন ঢুকল]

সত্যেন ॥ খুব হয়েছে। যাও এখন, এখন একটা কাজ করো দেখি ?

দিব্যেন ॥ কি বলো ?

সত্যেন ॥ দেব নারাণকে নিয়ে পুজোর বাজারটা করে নিয়ে এসো।

[টাকা বার করল।]

দিব্যেন ॥ (ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে) কিন্তু আমার যে এখন কাজ আছে !

সত্যেন ॥ কি কাজ ?

দিব্যেন ॥ এই বৌদি বললো সব নেমন্তন্ন করতে হবে। তাই—

সত্যেন ॥ এখান থেকে কোন বাড়িতে প্রথম যেতে হবে ?···

দিব্যেন ॥ প্রথমে যাব শিবচরণ কাকার বাড়ি, তারপরে—

সত্যেন ॥ তারপরে—

দিব্যেন ॥ তারপরে —

সত্যেন ॥ তারপরেআর কোথাও যাবে না।···ঐখানেই গল্প করতে বসে যাবে।

দিব্যেন ॥ হাঁ তোমাকে বলছে ! দাও টাকা দাও···

[দিব্যেন—টাকা নিয়ে যেতে গেল।]

কমলা ॥ ঠাকুরপো, যাবার দরকার নেই।

সত্যেন ॥ কেন ?

কমলা ॥ আমি জানি এ সব পুজা আচ্ছা তুমি চাও না। আমার কথায় সায় দিয়ে তুমি শুধু আমাকে ভুলাতে চাও ! (কমলা প্রস্থানোদ্যত হয়)

সত্যেন ॥ কমলা, শোন !

কমলা ॥ না, না, না···

[কমলা দ্রুত চলে গেল।]

দিবেন ॥ (বিমর্ষভাবে) বৌদি আজ কাল কেমন যেন হয়ে গেছে।

সত্যেন ॥ যা, নিয়েই আয়।

[দিব্যেন চলে গেল। সত্যেন মুখ গোঁজ করে বসল। টেলিফোন এলো।]

হ্যালো...কে! শর্মা এণ্ড কোং? কি বলুন? আমাদের বেবী ফুড পাচ্ছেন না? (রেগে) পাচ্ছেন না তো আমি কি করব?

[অমূল্য এমন সময় ঢুকলো।]

অফিসে টেলিফোন করুন! কিংবা আমাদের সোল ডিষ্ট্রিবিউটার অমূল্য বাবুর কাছে খোঁজ করুন। নমস্কার।

[টেলিফোন নামিয়ে। অমূল্যকে দেখে]

আরে অমূল্য যে? এসো, এসো। বসো।

[অমূল্য বসল]

কি ব্যাপার বলোত অমূল্য! মার্কেটে একদম বেবী ফুড পাওয়া যাচ্ছে না অথচ সাতদিনের মধ্যে তুমি অন্তত পঞ্চাশ হাজার পিস ঘরে তুলেছো!

অমূল্য ॥ তুলে কি আর ঘরে রাখছি? মার্কেটেই ছেড়ে দিচ্ছি।··নিজেরাই হোড় করে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে।

সত্যেন ॥ খবর পেলাম তোমার সঙ্গে আজকাল দীপচাঁদবাবুর খুব দহরম মহরম! দেখ, দীপচাঁদবাবুকে আমি চিনি। ভয়ঙ্কর পাজী লোক, খুব সাবধান। নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে। যাকগে কি খবর বলো

অমূল্য ॥ কাল তোমাদের সবাইকে একবার আমার বাড়ি যেতে হবে।

সত্যেন ॥ কেন?

অমূল্য ॥ বুঝলে কিনা—অন্নপ্রাসন!

সত্যেন ॥ তাই নাকি? ছেলেটা কেমন হয়েছে?

অমূল্য ॥ চমৎকার হয়েছে দাদা। লাভলি স্বাস্থ্য! টকটক করছে গায়ের রং, মাথায় কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। আর কি যে হাসে? ঠিক·তোমার ঐ ক্যালেণ্ডারের মেয়েটার মতো হয়েছে।

সত্যেন ॥ ঐ·মেয়েটা এখন দশ এগার বছরের বোধ হয় হয়ে গেছে!

অমূল্য ॥ তাতো হবেই। ঐ তো কোন বেবী এগজিবিশন-এ তুমি জাজ হয়ে গিয়েছিলে আর এই বেবীটা তাতে ফার্স্ট হয়েছিল! তার ছবিটাই তো ক্যালেণ্ডার-এ ছাপিয়ে দিয়েছো। একেই বলে কপাল! লোকে মাল বিক্রির জন্য ক্যালেণ্ডার করে আর তুমি ক্যালণ্ডারের জোরে মাল কাটাচ্ছ। যাকগে আমি তাহলে চললাম?

সত্যেন ॥ কমলার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

অমূল্য ॥ ও হাঁ নিশ্চয়ই দেখা করব! দিদিকে ডাকো!

সত্যেন ॥ কমলা, কমলা...

[কমলা ঢুকল]

এই অমূল্য এসেছে! ওর ছেলের অন্নপ্রাশন কাল। আমাদের যেতে হবে।

কমলা ॥ আমি তো—

অমূল্য ॥ দিদি, না বললে শুনছি না, যেতেই হবে।

কমলা ॥ আমার শরীর ভালো না। আমি যেতে পারবো না।

অমূল্য ॥ সে কথা বললে হয়! তুমি না গেলে কি চলে! অমলা কি ভাববে আর পাঁচজনেই কি মনে করবে?

কমলা ॥ পাঁচজনে যাই মনে করুক আমি যেতে পারব না।

অমূল্য ॥ দিদি এটা কিন্তু—

কমলা ॥ বললাম তো আমি যেতে পারবো না।

অমূল্য ॥ ঠিক আছে। বড়লোক বোন গরীব বোনের বাসায় যেতে তো লজ্জা পাবেই! চলি দাদা।

[অমূল্য চলে গেল। কমলা ভেতরে যেতে গেল]

সত্যেন ॥ কমলা! এ রকম ব্যবহারের মানে?

কমলা ॥ মানে নিশ্চয়ই একটা আছে।

সত্যেন ॥ সেই মানেটা আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই।

কমলা ॥ বোঝবার মত মন থাকলেই তা বুঝতে পারা যায়।

সত্যেন ॥ না তা যায় না। দেখ কমলা, অনেক দিন তোমার অনেক ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়েছি, কিন্তু তোমার আজকের ব্যবহার আমার কাছে রীতিমত দুর্বোধ্য লাগছে।

কমলা ॥ আচ্ছা আমি কোন ব্যাপারে না করলে তোমরা সেটাকে হাঁ করবার জন্যে অত উঠে পড়ে লাগ কেন? কি মনে করো তোমরা আমাকে? যেহেতু আমার ছেলেপুলে নেই—

সত্যেন ॥ (কাছে এসে কমলার কাঁধে হাত দিয়ে) কমলা শোন, মিছিমিছি নিজে কষ্ট পেয়ে অপরকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই।

কমলা ॥ (সত্যেনের বুকে মাথা রেখে) কিন্তু ওখানে কেউ যদি—

সত্যেন ॥ আরে না, না, কেউ কিছু বলবে না! যাবে তো?

কমলা ॥ যাব। তা হাঁ গা, ডাক্তারের কাছে যাবে না?

সত্যেন ॥ (চমকে) কি বললে?

কমলা ॥ ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট আনতে যাবে না?

সত্যেন ॥ ডাক্তার! ও হ্যা, যাব, নিশ্চয়ই যাব; আজকালের মধ্যে নিশ্চয়ই যাব, নিশ্চয়ই যাব।

[সত্যেন হঠাৎ কমলাকে ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। কমলা বিস্মিত ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।]

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

সেদিনই দুপুরে

অমূল্যর ঘর। অমূল্য ঘর্মাক্ত কলেবরে ঢুকল। জামার বোতামটা খুলে টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে অমূল্য বসল।]

অমূল্য ॥ কৈ গো কোথায় গেলে?

[অমলা ঢুকল]

অমলা ॥ কি বলছো শুনি?

অমূল্য ॥ তুমি আমাকে যতটা অপদার্থ ভাবো আসলে ততটা অপদার্থ নই।

অমলা ॥ তুমি যে কত বড় পদার্থ তা আমার জানা আছে। বেবী ফুড বার করে দিদি বাড়ি গাড়ি সব করে ফেলল, আর –

অমূল্য ॥ হবে, হবে, সব হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

অমলা ॥ আমার জন্যে তো আর ভাবছি না, আর বলছিও না। ছেলের জন্যেই ভাবনা। ওকে মানুষের মত মানুষ করতে হলে টাকা তো চাই।

অমূল্য ॥ সবে তো জন্মেছে। আর একটু বড় হোক তখন দেখবে সোনার চামচে দিয়ে তোমার ছেলে ভাত খাচ্ছে!

অমলা ॥ হাঁ তবেই হয়েছে!···তা হাঁ গা, কাল যে ছেলের অন্নপ্রাসন সেদিকে তোমার হুঁস আছে?

অমূল্য ॥ কেন আমাকে দেখে কি বেহুঁস হয়ে আছি বলে তোমার মনে হচ্ছে? তাহলে এতক্ষণ ধরে কি করলুম?

অমলা ॥ কি রাজকার্য করে এলে শুনি?

অমূল্য ॥ নেমন্তন্ন।

অমলা ॥ জামাইবাবুর ওখানে গিয়েছিলে তো ?

অমূল্য ॥ গিয়েছিলাম, সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছি। কিন্তু তোমার বোনটি আসবেন বলে তো মনে হয় না।

অমলা ॥ বড়লোক তো, দেমাকেই গেল। তবু যদি একটা ছেলেপুলে থাকতো! তা হাঁ গা, নেমন্তন্ন বাড়িশুদ্ধু করছো তো? না এক একজন করেই বলে আসছ ?

অমূল্য ॥ বললে তো হাজার লোক—

অমলা ॥ তুমি কি গা! সাতটা নয় পাঁচটা নয়, মাত্র একটা! তার জন্যে—তুমি যদি আবার গিয়ে সবাইকে বাড়িশুদ্ধু নেমন্তন্ন করে না আসো তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাবো।··· (অমলা রাগ করে চলে গেল।)

অমূল্য ॥ ওঃ, আবার ছোট!

[জনৈক ইন্সিওর এজেন্ট ঢুকল।]

আবার আপনি এই সময়ে এলেন ? আমার একটু বিশেষ তাড়া আছে, বাইরে যাচ্ছি।

এজেন্ট ॥ বেশ তো, যাও না, যত যাবে, তত পকেটে আসবে। কিন্তু আমার ওটা কি করলে ? এ সব ব্যাপারে বেশি দেরি করা উচিত হবে না। জানোই তো জীবন তো পদ্মপাতায় জল, এই আছে, এই নেই।

অমূল্য ॥ আমি এখন কাজে খুব ব্যস্ত—

এজেন্ট ॥ আহা কাজের লোক কাজে তো ব্যস্ত থাকবেই! কিন্তু কথাটা দিয়ে দাও না হে।·বিশ হাজার। বলেছি তো, একটি করে সংসারে আসবে, আর একটি করে পলিসি করবো। বুঝলো না জীবন তো ফানুসের মত। এই ফুলল। তারপরেই ফটাস।

অমূল্য ॥ আপনি যদি ক'দিন বাদে আসেন, তাহলে আপনার সব কথাগুলো শুনে একটা ভেবে চিন্তে—

এজেণ্ট ॥ তাতো বটেই। তবে কি জানো ভায়া, বেশি ভেবে কোন লাভ নেই। যত ভাববে তত ভাবনা বাড়বে। কিন্তু জীবন জানো তো জোনাকীর আলো। জ্বলছে আর নিভছে।

অমূল্য ॥ তাতো বুঝলাম কিন্তু—

এজেণ্ট ॥ না, না, যা বুঝেছ সেটা যথেষ্ট নয়, আরো বেশি করে বুঝতে হবে। দেখো, ছেলের প্রতি বাপের কর্তব্য যদি করতে চাও তাহলে ইন্সিওর করো। জীবন তো মেয়েদের কপালের টিপ, খসে পড়লেই হলো !…তাহলে হলো গিয়ে ঐ বিশ হাজার টাকার কথাই রইল · চুপ করে রইলে কেন ? টাকাটা কম হয়ে গেল ! তাহলে চল্লিশ হাজার ··

[মধু চাকরের প্রবেশ।]

মধু ॥ বাবু আপনার জন্যে এক মাড়োয়ারী বাবু—

অমূল্য ॥ এ্যাঃ তাহলে দীপচাঁদ বাবু ! যা শীগগির নিয়ে আয়।

মধু ॥ এই ঘরে আনব বাবু ?

অমূল্য ॥ হাঁ হাঁ, এই ঘরেই নিয়ে আয় !

মধু ॥ আচ্ছা বাবু। (মধু চলে গেল।)

এজেণ্ট ॥ কি ভায়া একবার এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির ওপর টোপ ফেলবো নাকি ?

অমূল্য ॥ না মশাই, যে সে টোপ গেলার পাত্র এ' নয়।

[মধু দীপচাঁদকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।]

আসুন আসুন দীপচাঁদবাবু !…

দীপচাঁদ ॥ একেবারে ঘোরের মোধ্যে এনে ফেললেন বাবু...তা ভালোই করিয়াছেন…দোরকারী কোতাবার্তা ঘোরের মধ্যেই হোয়া ভালো।

[দীপচাঁদ এজেণ্টের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল।]

এজেণ্ট ॥ তাহলে আমি চললুম। কাল বরঞ্চ ফর্মটর্ম নিয়েই আসব। তোমার বংশের দুলাল সে তো যাকে বলে প্রতিপদের চাঁদ, দিনে দিনে বাড়বে। কিন্তু Protection দেবে কে? সে হলো গিয়ে এই Insure policy! সূর্যের আলো যাকে বলে আর কি! তাহলে আমি চললুম। (একটু আগিয়ে ফের ঘুরে এসে, দীপচাঁদকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে) কথায় কথায় একটু জেনে নিও তো, লাইফটা ইন্সিওর করা আছে কিনা? (প্রস্থান)

দীপচাঁদ ॥ (এদিক ওদিক তাকিয়ে, একটা বেবী ফুডের কৌটো বার করে অমূল্যকে দিল। অমূল্য দেখতে লাগল।) কি রকম দেখলেন মশা! কোন তোফাৎ আছে?

অমূল্য ॥ না হে একেবারে Perfect হয়েছে! বাচ্ছা মেয়েটার ছবি পর্যন্ত নিখুঁত হয়েছে!

দীপচাঁদ ॥ আমি তো মশা হাজার কৌটা পেক করে মার্কেটে ছোড়ে দিয়েছি।

অমূল্য ॥ সে কি! কিন্তু যদি ধরা পড়ি…তাহলে…

দীপচাঁদ ॥ আরে মোশা ধরবে কে? সারা দেশেই এখন জাল জুয়াচোরি চলছে। লাখ দোলাখ কামিয়ে নিন। তারপর মোটা বাঙ্ক বালান্সের গোদিতে বসে পড়ুন। বাড়ি করুন। গাড়ি করুন। এসেমব্লীতে যান। ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে লাট সাহাব বানিয়ে আসুন।

অমূল্য ॥ এই সব ফুড খেলে আবার বাচ্ছাদের অসুখ বিসুখ করবে না তো?

দীপচাঁদ ॥ আরে না বাবুজী, এক কৌটা খেলে বোড়ো জোর দু-তিনবার উল্‌টি—হাপনারা যাকে বোলেন—দাস্তবমি তাই হোবে। বাবু ভেজাল তো বোড়ো হোয়ে খেতেই হবে। তাই ছোটো থেকেই সুরু হোওয়া ভালো।

অমূল্য ॥ না থাক্! নিজের আত্মীয়র জিনিসটা জাল করা ঠিক হবে না।…

দীপচাঁদ ॥ আরে বাবুজী ওসব কোথা ছোড়ুন তো! আসলি মালের সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার চালিয়ে দেবো। কোম সে কম দোলাখ তো এসে যাবে।

অমূল্য ॥ কিন্তু এত নকল মাল কি—

দীপচাঁদ। সে জোন্যে হাপনি কিছু ভাববেন না। ও হামি চালিয়ে দেব। গুণ্ডার দলের ছোকরাগুলো হামার আছে। শ্যেমল বলে হামার একটা ছোকরা আছে, এক পাঁট খাইয়ে দিবেন তো দিনকে রাত করিয়ে দেবে…

অমূল্য ॥ কিন্তু দীপচাঁদজী, আমার মনে হচ্ছে কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে!

দীপচাঁদ ॥ আরে মোশা এই যে লোকে লাখ লাখ কামাচ্ছে, কোন শালা ল্যায় কাজ কোরে কামাচ্ছে আরে মোশা…লছমী দেবী বড়ো সোহজে কারুর ঘোরে আসতে চায় না, অনেক কায়দা কানুন করে, অনেক বোলচাল দিয়ে তবে ঘোরে তুলতে হয়…তাহোলে আউর দু'হাজার ডিব্বা মার্কেটে ছোড়ে দি…

[অমূল্য নিবিষ্ট মনে ভাবতে থাকে]

আরে মোশা ওতো ভাববেন না। ভেবে কেউ কোনদিন ভাবনার শেষ করতে পেরেছে? হামি চলি। আরে মোশা আসল খোবরটাই তো হাপনাকে দেওয়া হয় নি। খবর এসে গেছে, কাল থেকে সোরকার ফোরেন ফুডের সোব ইম্‌পোর্ট বন্ধ করিয়ে দিবে…লিন, দিশী ফুডের ডিমাণ্ড এতো বেড়ে যাবে যে চোড়চড়িয়ে দাম দুগুন হয়ে যাবে। তখন হাপনার স্টকের মালের দাম ভি চড়িয়ে যাবে। সেই সঙ্গে নোকল ভি আসল বলে চলে যাবে হা-হা-হা…

অমূল্য ॥ (আনন্দে) সত্যি বলছ?

দীপচাঁদ ॥ হাঁ হাঁ দীপচাঁদ হেমন বাজে কোথা বোলে না! তাহলে হামরা বাংলা দেশের মাথায় বসে হেমনি করে নাচতে পারতাম না। হা হা হা, কোথাটা কি রকম বললুম বলুন তো মোশা হা হা হা… (প্রস্থান)

অমূল্য ॥ অমলা !! অমলা !!

[অমলা ঢুকল]

অমলা ॥ কি বলছো?

অমূল্য ॥ সানাই বসাও, নহবৎ বসাও। হাজারের জায়গায় দু'হাজার লোক খাওয়াও। মেরে দিয়েছি···মেরে দিয়েছি···

[অমূল্য হাতে তুড়ি মারতে থাকে। অমলা হাঁ করে অমূল্যর দিকে তাকিয়ে থাকে।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

তার পর দিন সন্ধ্যে বেলায়

[হরিপদর ঘর। খুকী শুয়ে আছে। বিভা তার মাথার সামনে বসে আছে। হাওয়া করছে। খুকীর মাথায় রাখা জলে ভেজা ন্যাকরাটা খুলে নিয়ে মাঝে মাঝে জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। খুকী জ্বরের ঘোরে মৃদু আর্তনাদ করছে।...মানদা ঢুকল। তার হাতে একটা বেবী ফুডের কৌটো।]

মানদা ॥ বৌমা, কি হয়েছে খুকীর?

বিভা ॥ ওর আবার জ্বর এসেছে।

মানদা ॥ (গায়ে হাত দিয়ে) ইস্ গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

বিভা ॥ একটা দিন সুস্থ যায় না মাসীমা।

মানদা ॥ কি করে সুস্থ যাবে বলো? রোগের চিকিৎসা হলে তবে তো সুস্থ হবে? রান্নাবান্না হয়েছে?

বিভা ॥ না, একমিনিটও যে কাছ ছাড়া হতে দিচ্ছে না।

মানদা ॥ তুমি যাও। আমি না হয় এর কাছে বসছি! হাঁ, এই ফুডটা খুকীর জন্যে এনেছি। মাঝে মাঝে তৈরী করে খাইও।

বিভা ॥ আঃ, আপনি আবার এ সব কিনতে গেলেন কেন মাসীমা?

মানদা ॥ কিনি নি বৌমা, খোকার কোম্পানী আজকাল এই বেবী ফুড বিক্রীর এজেন্সী নিয়েছে। অনেকগুলো বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, একটা হাতে করে নিয়ে এলাম।

[বিভা চলে যায়। মাসীমা হাওয়া করতে থাকেন]

খুকী ॥ মা !...

মানদা ॥ আমি ঠাকুমা। তোমার মা তোমার জন্যে খাবার আনতে গেছে।

খুকী ॥ (আনন্দে উঠে বসে) ঠাকুমা, তুমি এয়েছ ঠাকুমা !

মানদা ॥ আবার জ্বর বাধিয়ে বসিয়েছ তো ?

খুকী ॥ হুঁ !

মানদা ॥ আবার দুষ্টু মেয়ের মত বলা হচ্ছে হুঁ।

খুকী ॥ (বালিশের তলা থেকে একটা পুতুল বার করে) ঠাকুমা, তুমি যে সেদিন এই পুতুলটা দিয়ে গিয়েছিলে এই দেখো তার হাত ভেঙ্গে গেছে। এর পর পা ভাঙ্গবে। তারপর মুণ্ডুটা ভাঙ্গবে। তার পরেই মরে যাবে, না মাসীমা ?

মানদা ॥ চুপ করে শুয়ে থাকো তো! কথা বলতে হবে না। শোও।

খুকী ॥ না, আমি শোব না !

[বিভা ফুড নিয়ে ঢোকে]

বিভা ॥ খাও।

খুকী ॥ না আমি সাবু খাবো না। দুধ নেই, চিনি নেই।

মানদা ॥ সাবু নয়, ফুড, খুব ভালো খেতে, খাও।...

[খুকী একটু খেল]

খুকী ॥ তেঁতো !! (মুখ থেকে ফেলে দিল)

মানদা ॥ জ্বর মুখ কিনা তাই তেতো লাগছে।

বিভা ॥ আর একটু খাও।

খুকী ॥ না, আমি খাবো না।

মানদা ॥ খেতে যখন চাইছে না, জোর করে খাওয়াবার দরকার নেই। কাল বরঞ্চ দু তিনবার ফুডটা খাইয়ে দিও। ভালো জিনিস, শরীরে জোর পাবে। খুকী, শোও।...

[খুকী শুয়ে পড়ে। মানদা হাওয়া করতে থাকে]

বৌমা ॥ হরিপদ কি দোকানে গেছে ?

বিভা ॥ না।

মানদা ॥ তাহলে ?

বিভা ॥ ওঁর যে সব পুরনো বন্ধু আছেন তাদের কাছে।

মানদা ॥ কেন ?

[বিভা চুপ করে থাকে]

চুপ করে আছ কেন ?

বিভা ॥ অনেক দিন দেখা হয় নি কিনা, তাই—

মানদা ॥ তার বন্ধুদের তো কোনদিন হরিপদর খোঁজ করতে দেখি না, হঠাৎ সে বেরিয়েছে বন্ধুদের খোঁজে ?

বিভা ॥ না, বলছিলেন যে—

[বিভা কথা আর কান্না দুই চাপবার চেষ্টা করতে থাকে। মানদা খুকীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন খুকী ঘুমিয়েছে কিনা, তারপর তাকে ঘুমন্ত দেখে বিভার কাছে এসে দাঁড়ান। পিঠে হাত বুলিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলেন।]

মানদা ॥ কি ব্যাপার বল তো বৌমা !

বিভা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) উনি চেষ্টা করছেন খুকীকে কাউকে দিয়ে দিতে।

মানদা ॥ (স্তম্ভিত স্বরে) এ বুদ্ধি হরিপদকে কে দিলো ?

বিভা ॥ আমাদের কাছে থাকলে খুকী হয় তো-- !

মানদা ॥ তাই বলে পেটের ছেলেকে কেউ কখনও—

বিভা ॥ মাসীমা, আপনার কাছে খুকীকে রাখবেন ?

মানদা ॥ আমার কাছে ! বেশ তো, তোমরা যদি (তারপর কি যেন মনে পড়ে যেতে) আমার কাছে থাকলে খোকা না, না, ঐটুকু মেয়ে ও কখনও বাপ মাকে ছেড়ে থাকতে পারে ?

বিভা ॥ খুব পারবে মাসীমা, আপনাকে ও খুব ভালোবাসে।

মানদা ॥ তা হোক ! তবু ও এইখানেই থাক। ওর জন্যে তোমাদের একটুও ভাবতে হবে না ! ওর সব ভার আমি নিচ্ছি।

বিভা ॥ উনি কিছুতেই মেয়েকে এখানে রাখতে চাইবেন না।

মানদা ॥ একটু বুঝিয়ে বলো তাহলে নিশ্চয়ই রাখতে চাইবে। আজ আমি আসি বৌমা।

[মানদা চলে যান। বাইরে থেকে একটা বেড়ালের কান্না শোনাযায়। বিভা বাইরের দিকে মুখ করে বিড়ালটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে।]

বিভা ॥ হুস্—হুস্—

[পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হরিপদ ধুঁকতে ধুঁকতে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে খুকীর কাছে এসে দাড়ায়, তার কপালে হাত দেয়। তারপর ধীরে ধীরে মোড়াটার কাছে এসে বসে।]

বিভা ॥ (একটু পরে) কিছু করতে পারলে ?

হরিপদ ॥ না ! রবি, প্রশান্ত, অমর সকলের কাছেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ রাজী হল না।

বিভা ॥ কেউ না ?

হরিপদ ॥ কেউ না। জানো বিভা, জীবনে কখনো কারুর কাছে হাত পাতি নি। মাথা নোয়াই নি। জাল-জোচ্চ রি, অন্যায়, অসৎ পথে যাই নি। তার বদলে কি পেয়েছি ? চাকরি গেল…বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা গেল…নিজে টি.বি-তে ভুগছি…আমাদের দুবেলা দু-মুঠো ভাত জুটছে না ! ঐ কচি মেয়েটা চোখের সামনে তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কি পেয়েছি, আমি কি পেয়েছি ? অথচ যদি—

[হরিপদ উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। বিভা যেন ভয় পেয়েই ডাকে]

বিভা ॥ ওগো…

হরিপদ ॥ (হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে) তোমারই জিত হলো বিভা !

বিভা ॥ তাহলে খুকী কি !…

[বিভার মুখে একদিকে আনন্দ অন্যদিকে বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে]

হরিপদ ॥ খুব আনন্দ হচ্ছে না ?

বিভা ॥ কেন ?

হরিপদ ॥ খুকী কোথাও যাবে না ! তোমার কাছেই থাকবে !

বিভা ॥ জানো, মাসীমা খুকীর সব ভার নিতে রাজী হয়েছেন।

হরিপদ ॥ (আনন্দের সুরে) মাসীমা খুকীকে রাখবেন ?

বিভা ॥ না ! খুকী এইখানেই থাকবে। মাসীমা—

হরিপদ ॥ না বিভা, খুকীকে আমাদের কাছে রাখা চলবে না। বুঝতে পারছো না আমার…

বিভা ॥ (কথাটা চাপা দেবার জন্যেই যেন) জানো মাসীমা আজ খুকীর জন্যে এক কৌটো চমৎকার ফুড এনে দিয়েছেন দাঁড়াও এনে দেখাচ্ছি।

[বিভা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফুডের কৌটোটা নিয়ে আসে।]

বিভা ॥ এই দেখো !!

[হরিপদ ফুডের কৌটোটা একবার হাতে নিয়ে দেখে তারপর ফিরিয়ে দেয়।]

বিভা ॥ খুব ভালো জিনিস না ! কতদিন যে খুকীর…

[হরিপদর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যেতে]

হরিপদ ॥ বিভা ! দেখি, দেখি, একবার কৌটোটা দেখি…

[হরিপদ কৌটোটার ওপরকার ছবিটা ভালো করে দেখতে থাকে]

আশ্চর্য ! এ যেনো—

[হরিপদ খুকীর মুখের দিকে আর ফোটোটার ছবিটার দিকে বারবার তাকাতে থাকে। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় চীৎকার করে ওঠে।]

বিভা ! চিনতে পারছো না ! এ ছবিটাকে তুমি চিনতে পারছো না !

বিভা ॥ কৈ না !

হরিপদ ॥ এটা তো খুকীর ফটো ! এই দেখো না খুকীর এখানে তি৷ আছে, এরও আছে। মনে পড়ছে না ? সেই যে সেবারে গভর্ণর হাউসে বেবী শো-এ খুকী ফার্স্ট হলো—

বিভা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—

হরিপদ ॥ এক ভদ্রলোক ফটো তুললেন। মনে নেই ? জিগ্যেস করলেন তার বেবী ফুডের বিজ্ঞাপনে এর ফটো দিলে আমাদের আপত্তি আছে কিনা—আমরা না বলেছিলুম—মনে পড়ছে ?

বিভা ॥ হাঁ।

হরিপদ ॥ (অস্থিরভাবে) মনে পড়ছে ? এ নিশ্চয়ই সেই···আচ্ছা বিভা আমি যদি তার কাছে যাই, যদি বলি এই মেয়েটাকে আপনি কাছে রাখুন তাহলে রাজী হবেন না ?

বিভা ॥ হাঁ·· তা—

হরিপদ ॥ নিশ্চয়ই রাজী হবেন ! আমি যাই—

বিভা ॥ বলছিলাম যে এখুনি যাবার কি দরকার ! এত পরিশ্রম করে এলে—কাল গেলে হয় না !

হরিপদ ॥ না ! না···বিভা। আমি আজই যাব। আর দেরি করা···

বিভা ॥ কিন্তু অফিসে গিয়ে এখন কি দেখা পাবে ?

হরিপদ ॥ পেতেও তো পারি।

বিভা ॥ না, না ! অফিসে গিয়ে এখন মানুষকে বিরক্ত করা—

হরিপদ ॥ অফিসে না পাই, ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে যাব···

বিভা ॥ রাত্তির বেলায় কারুর বাড়ি যাওয়া—

হরিপদ ॥ (ধমকের স্বরে) বিভা ··

[বিভা চুপ করে যায়। হরিপদ যেতে গিয়েও যেতে পারে না। ফিরে এসে নরম গলায় বিভাকে বলে]

বিভা! তুমি চাও না যে···

বিভা ॥ (চেষ্টাকৃত একটা হাসি মুখে টেনে আনতে আনতে) না, না—চাইব না কেন? তুমি যাও তুমি যাও···

[বিভার হাসি ধীরে ধীরে কান্নায় পর্যবসিত হতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সেইখানেই বসে পড়ে। তারপর এক বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হরিপদ কাছে এসে তাকে তুলে ধরে]

হরিপদ ॥ অত অবুঝ হয়ো না বিভা। তুমি ওর মা, কিন্তু আমিও তো ওর বাপ···আর একটা দিনও ওকে আমাদের কাছে রাখলে আমরা অপরাধ করবো···শোন···আমার কথা শোন—

বিভা ॥ সারাদিন তো কিছু খাও নি! দুটি মুড়িও তো···

হরিপদ ॥ অনেক দিনই তো না খেয়ে কেটেছে বিভা। আর একটা দিন না হয় না খেয়েই কাটলো! কিন্তু আজকালের মধ্যেই যদি মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে পারি···তাহলে জানবো বাপ-মায়ের একটা কর্তব্য আমরা করতে পেরেছি। বিভা, তুমি চোখের জল মোছ ত! একটু শান্তি নিয়ে আমাকে যেতে দাও!···

বিভা ॥ (চোখের জল মুছতে মুছতে, একটা চেষ্টাকৃত হাসি আনতে আনতে) বেশ···তুমি যাও—একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস। একা কেমন যেন ভয় ভয় করে।

[হরিপদ যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। নেপথ্য থেকে বিড়ালের কান্না শোনা যায়··· মেও · মেও···মেও···]

[মঞ্চ ঘুরে যায়।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

সেই দিনই সন্ধ্যে বেলায়

[অমূল্যর আগের ঘর। ঘরটার চারদিকে ফুল দিয়ে সাজানো। ঘরে নিয়ন লাইট জলছে। সানাই বাজছে। ঘরের মাঝ-বরাবর পেছনের দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে পুজোর সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। বোঝা যায় একটু আগে পুজো শেষ হয়ে গেছে। পুরুতঠাকুর বসে বসে জিনিসপত্তরগুলো বাঁধছেন। স্টেজের আর এক কোনে দোলনায় একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। তার সামনে আশে পাশে বহু প্রেজেণ্টের জিনিসপত্তর রয়েছে।…পিসিমা দোলনার পাশে বসে ছেলেটিকে দোল দিচ্ছেন! পট উঠলো। দুটো ছোট ছেলে চোর চোর খেলতে খেলতে পিসিমার প্রায় গায়ে এসে পড়ল।]

পিসিমা ॥ এই দেখ—দেখ ড্যাগরাগুলো একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ে! ছুঁসনি…ছুঁসনি…এই দেখ, জাত ধম্ম সব খেল…(একটি ছেলের ধাক্কা খেয়ে দোলনা দুলতে থাকায়) এই দেখ…ছেলেটাকে বুঝি মেরেই ফেলে! বেরো, বেরো সব হতভাগারা—(ছেলে দুটো পিসিকে মুখ ভেংচে বেরিয়ে যায়।) এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি বাপের জন্মে দেখিনি! (পুরুতকে চলে যেতে দেখে) তা বাছা চললে?

পুরুত ॥ আজ্ঞে হাঁ মা—

পিসিমা ॥ বেশ বাছা বেশ, তা বাছা পুঁটলিটা দেখছি ভারী হয়েছে।

পুরুত ॥ তেমন আর কি ভারী হয়েছে মা! বইতে তো একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

পিসিমা ॥ না হলেই ভালো বাছা। (পুরুত যেতে গেল) তা বাছা রাত্রে একাই এসো—ছেলে-পুলে সমেত যেন এসে আবার হাজির হয়ো না।

পুরুত ॥ বৌদিমণি তো বাড়ির সবাইকেই আনতে বলেছেন।

পিসিমা ॥ (মুখ কালো করে) তাহলে এসো ! বৌমা যদি ভূত ভোজন করিয়ে টাকাগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়, তাহলে আমার কি বলবার আছে !...

[পুরুত চলে গেল।]

ও বৌমা ?

[অমলা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে]

অমলা ॥ কি বলছো পিসিমা ?

পিসিমা ॥ (প্রেজেণ্টেসনের জিনিসপত্তর গুলো দেখিয়ে) জিনিস-পত্তরগুলো গুনে গেঁথে নাও। কে কি দিল খাতায় লিখে রাখ।...আমি আর কাঁহাতক এখানে বসে পাহারা দি !

অমলা ॥ আপনার এখানে বসে থাকার কি দরকার ! যান না, বিশ্রাম করুন গে। ও জিনিস-পত্তর কেউ নেবে না।

পিসিমা ॥ তোমার মতন আমার অমন উড়নচণ্ডী বুদ্ধি তো নয়। আমি উঠে যাই, আর অমনি জিনিসপত্তরগুলো সব উধাও হোক।

অমলা ॥ (ছেলের দোলনার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে) টুটুল ঘুমিয়েছে ?

পিসিমা ॥ এই তো এতক্ষণ চিল চীৎকার করছিল। দোল দিতে দিতে আর চাপড়াতে চাপড়াতে তবে ঘুমোল। তা তোমার বড়লোক দিদিটি আসবেন না ?

অমলা ॥ আসবে বৈকি ! নিশ্চয়ই আসবে।

পিসিমা ॥ আসলেই ভালো। দেখে তবু একটু চোখ জুড়োই ! তা হাঁ গা সানাইওয়ালাটার আবার হলো কি ? বাজাবার দেখি নামও করে না !

অমলা ॥ এই তো এতক্ষণ বাজাচ্ছিল !

পিসিমা। কৈ আর বাজাচ্ছিল ? চোখে কম দেখি বলে কানে তো আর কম শুনি নে !

অমলা ॥ মধু—মধু— ।

[মধু দ্রুত প্রবেশ করল ।]

মধু ॥ মা…

অমলা ॥ কি করছিলি এতক্ষণ ?

মধু ॥ আজ্ঞে মা হাজার কাজ করছিলাম কোনটা বলি বলুন ?

অমলা ॥ মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে !

মধু ॥ আজ্ঞে…আপনি যদি মুখ দেখে বুঝতে পারেন আমার নাক ডাকছিল, তাহলে—

অমলা ॥ আবার মুখের ওপর কথা !

মধু ॥ আজ্ঞে…কথা না বললেও তো বলেন, বোবা হয়ে গেলি নাকি ?

অমলা ॥ আবার মুখের ওপর কথা ! তোকে যে বলেছিলাম ঠিক ছটার সময় ফুল নিয়ে আসবি, এনেছিস ?

মধু ॥ আজ্ঞে…বাবু যে বলেছিলেন ঠিক ছটার সময় তুই ভীমনাগে—

অমলা ॥ কি ? আমার কথার চাইতে বাবুর কথাটা বড় হলো ? বলি তোকে রেখেছে কে ? মাইনে দিচ্ছে কে ?

মধু ॥ আজ্ঞে…বাবু—

অমলা ॥ আবার মুখের ওপর কথা ! যা আমার সামনে থেকে—

[মধু চলে গেল ।]

পিসিমা ॥ চাকরটা তোমার ভারী বেয়াড়া দেখছি ।

অমলা ॥ দাঁড়ান না । অবস্থাটা ফিরুক, তারপর দূর করে তাড়িয়ে চাপরাশি রাখব ।

[ভবতারণ প্রবেশ করে]

ভবতারণ ॥ একটু তাড়াতাড়িই চলে এলাম বৌমা ! ভাবলাম যাই একটু দেখে শুনে আসি কতদূর কি হলো । তারপর না হয় ছেলেপুলে নাতি-নাতনি-গুলো নিয়ে আসা যাবে ।

পিসিমা ॥ (জনান্তিকে) ওমা কথা শোন, একারই জোটে না, আবার বিরিঙ্গি গুষ্টি নিয়ে আসবে !

ভবতারণ ॥ তা বৌমা, টাইম টেবিলটা কি আনিয়ে রেখেছ ?

অমলা ॥ না কাকাবাবু, কাজের ভিড়ে একদম ভুলে গেছি। কোথায় যাবেন ঠিক করলেন ? ওয়ালটেয়ার ?

ভবতারণ ॥ ভেবেছিলুম তো তাই যাব। ছেলেটা বলেছিল ওর ফ্যাক্টরীতে বোনাস দেবে। কিন্তু এখন দেখছি যাওয়া হলো না। জানো বৌমা, এক বছর কাজ হয় নি বলে কোম্পানী নাকি ছেলেকে বোনাস দেবে না।

অমলা ॥ আপনার যাওয়া হবে না শুনে খুব দুঃখ হচ্ছে !

ভবতারণ ॥ যাবো না কি বৌমা ! ভেবেছি যখন কোথাও না কোথাও যেতেই হবে। না পাঠিয়ে তো ছেলে ছাড়বে না !

অমলা ॥ কোথায় যাবেন ?

ভবতারণ ॥ ভাবছি ডায়মণ্ডহারবার থেকেই দিন তিনেকের জন্যে ঘুরে আসব। সমুদ্রও দেখা হবে, চেঞ্জও হবে। তা বৌমা, এদিকে পাতটাত পড়তে কি স্বরু করেছে ? না দু'এক ঘণ্টা পরে আসব ?

অমলা ॥ একটু পরেই না হয় আসবেন।

ভবতারণ ॥ খুব ভালো কথা বৌমা, আমাদের জন্যে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমরা হলাম গিয়ে তোমাদের ঘরের লোক।

[অমূল্য ব্যস্তভাবে ঢুকলো]

ভবতারণ ॥ এই যে অমূল্য। টাইম টেবিলটা কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত পেলাম না। বলি ডায়মণ্ডহারবার যাবার ট্রেনগুলো তো দেখে নিতে হবে !

[ভবতারণ চলে গেল।]

অমূল্য ॥ যাঃ বাবা, পুরী ওয়ালটেয়ার হয়ে শেষকালে কিনা ডায়মণ্ডহারবার !

অমলা ॥ সে ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি কোথায় ছিলে ? টিকিটা দেখতে পাচ্ছি না।

অমূল্য ॥ টিকি থাকলে তবে তো দেখবে ?

অমলা ॥ রসিকতা রাখো। সানাইওয়ালাটা যে সানাই বাজাচ্ছে না সে খবর রাখো ?

অমূল্য ॥ তা না বাজালে আমি কি করবো ? বললুম তো সানাই-এর দরকার নেই। হিন্দী গানের রেকর্ড চালিয়ে দি, সবাই তাই করছে।

অমলা ॥ তুমি কি গা, সাতটা নয়,পাঁচটা নয়, মাত্র একটা ! তার অন্নপ্রাসনে সানাই বাজবে না ?

অমূল্য ॥ সে তো বুঝলুম। এদিকে খরচ করতে করতে আমার যে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসবার যোগাড় হয়েছে।

পিসিমা ॥ তোর যত অনাছিষ্টি কথা ! এমন শুভদিনে ওসব অমুঙ্গুলে কথা বলতে আছে ?

অমলা ॥ তা হাঁ গা, জামাইবাবু, দিদি ওরা সব এলো না কেন ?

অমূল্য ॥ দিদি তো আসবেই না বলেছে—

[কমলার গলা শোনা গেল]

কমলা ॥ কে বলেছে তোকে যে আমি আসব না !

[কমলা ঢুকল]

অমলা ॥ দিদি এসেছিস ?

অমূল্য ॥ নাও, হলো ত !

অমলা ॥ হাঁ হয়েছে ! তুমি যাও তো সানাইওয়ালাকে একটু বাজাতে বলো !

অমূল্য ॥ যাই ! (অমূল্য চলে গেল)

কমলা ॥ সানাই বসিয়েছিস ?

অমলা ॥ বাঃ তা বসাবো না। বিসমিল্লা খাঁর সানাই ! তিনশো টাকা নিয়েছে।

কমলা ॥ খুব হৈ চৈ কাণ্ড করছিস তা হলে !

অমলা ॥ তা তো একটু করতেই হবে হাজারখানেক লোক খাবে।
ভীমনাগের রসগোল্লা, সেন মশাই-এর সন্দেশ, দ্বারিকের রাজভোগ
আনিয়েছি।

পিসিমা ॥ এই সেই বুঝি তোমার বোন বৌমা !

অমলা ॥ হঁা পিসিমা দিদি, আমার পিসিমা।

[কমলা তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গেল।]

পিসিমা ॥ থাক্ থাক্, আর তোমাকে প্রণাম করতে হবে না। সাত রাজ্যির
রাস্তা মাড়িয়ে .

[কমলা অপমানিত বোধ করে। অমলা তাড়াতাড়ি অন্য কথা
পাড়ে]

অমলা ॥ হঁারে জামাইবাবু আসবে না ?

কমলা ॥ আসবে বৈকি ! জরুরী কাজে অফিস বেরিয়েছে। ওর ফুড নাকি
জাল-টাল হচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়েই ঠাকুরপোকে
নিয়ে চলে আসবে। (দোলনার কাছে গিয়ে) বারে, তোর ছেলে তো
ভারী সুন্দর হয়েছে রে ? রংও বেশ টকটকে হয়েছে।

পিসিমা ॥ ভর সন্ধ্যে বেলায়—

অমলা ॥ (তাড়াতাড়ি তার কথাটা চাপা দিয়ে) কার মতন দেখতে হয়েছে
রে দিদি…

কমলা ॥ তোদের দুজনের চাইতে ঢের ভালো দেখতে হয়েছে। কি করে
কপালে চন্দন দিয়েছিস যে সারা মুখটা একেবারে ভরে গেছে ! মুকুটটা
কি করে পরিয়েছিস ? এই নে…তোর ছেলের জন্যে হার এনেছি।
কেমন হয়েছে রে ? (হারের বাক্সটা অমলাকে দিল। অমলা তা দেখতে
লাগলো।)

অমলা ॥ ভারী চমৎকার হয়েছে। কত দাম রে ?

কমলা ॥ দাম নিয়ে তোর কি দরকার ?

অমলা ॥ (পিসিকে হারটা দেখিয়ে) দেখুন তো পিসিমা হারটা কেমন হয়েছে ?

পিসিমা ॥ (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে) ভারী তো খুব বেশি না ! ঐ যে আজকাল চোদ্দ কারেট না কি বেরিয়েছে, তাই বুঝি ?

অমলা ॥ (বিব্রতভাবে) আঃ পিসিমা, (হারের বাক্সটা হাতে নেবার চেষ্টা করে) দে দিদি, তুই নিজের হাতে পরিয়ে দে।

পিসিমা ॥ থাক্ বাছা আমিই পরিয়ে দিচ্ছি। হিন্দু বাড়ির বৌ, বৌমা, একটু নিয়ম আচার মেনে চলতে হয়।

[পিসিমা হার পরাতে থাকেন। কমলা একটু দূরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

কমলা ॥ চল্ ওঘরে যাই।

অমলা ॥ যাবি কিরে ? আশীর্বাদ করবি নে ?

কমলা ॥ (একটা উদ্গত কান্না চাপতে চাপতে) করেছি, মনে মনে করেছি।

অমলা ॥ তা বললে হবে না। (ধান দুর্বার থালা এনে) এইনে, আশীর্বাদ কর।

[কমলার হাতে থালা দেয়, কমলা অনিচ্ছা সহকারে ধান দুর্বা তুলে আশীর্বাদ করতে যাবে এমন সময়]

পিসিমা ॥ (কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে) আমাদের সময়ে বাপু আঁটকুড়িদের ত্রিসীমানায় আসতে দিত না। আর আজকাল দেখছি সব নিয়ম আচার উলটে গেছে। নিজের হাতে মাথায় ধান-দুর্বো ছড়িয়ে ছেলেটার খামকা অমঙ্গল ডেকে আনছে গা !

[কমলা থেমে যায়।]

অমলা ॥ আঃ পিসিমা; কি হচ্ছে আপনার ? কাকে কি বলছেন ?

পিসিমা ॥ ও রাগই করো আর যাই করো আমি হক্ কথা বলবো। ঐ ধান-দুর্বো যদি ছেলের মাথায় পড়ে, তাহলে তোমার ছেলের অমঙ্গলের শেষ থাকবে না।

[কমলার হাত থেকে ধান-দুর্বার থালাটা মাটিতে পড়ে যায়]

পিসিমা ॥ ওমা কি অমঙ্গুলে কাণ্ড!

কমলা ॥ (প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) আমি হাত দিই নি। তোর ছেলেকে আশীর্বাদ করি নি। তোর ছেলের কোন অমঙ্গল হবে না রে অমলা··· কোন অমঙ্গল হবে না। মা না হই, মায়ের মনটা তো আমি হারিয়ে ফেলি নি!

কমলা তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।]

অমলা ॥ দিদি শোন···দিদি শোন···

[অমলা তার পেছন পেছন ছুটে যায়। পিসিমা ধান-দূর্বাগুলো কুড়োতে বসেন।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

সেই দিনই সন্ধ্যের কিছু পরে

সত্যেনের ঘর

[গোপালের মা টেবিল চেয়ারগুলো ফুলঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করছে আর আপন মনে বক বক করছে।]

গোপালের মা ॥ ঝ্যাঁটা মারি না অমন বোয়ের মুখে! ঐ সব্বোনাশী বৌটা আমার কাছে ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল। বলে কিনা আমার কাছে থাকবে চলো। সব্বোনাশীর পেটে পেটে বুদ্ধিটা একবার দেখলে গা, ঝ্যাঁটা মারি ঝ্যাটা মারি!

[গোপালের মা হাত দিয়ে ঝ্যাঁটা মারার ভঙ্গী করতে থাকে। দেবনারায়ণ বাইরে থেকে ঢোকে।]

গোপালের মা ॥ (দেবনারায়ণের মুখের উপর ঝ্যাঁটা তুলে) ঝ্যাঁটা মারি ঝ্যাঁটা মারি!

দেবনারায়ণ ॥ আরে আমার মুখটা কি তোমার ব্যাটার বোয়ের মুখ পেয়েছ যে—

গোপালের মা ॥ ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো,...

দেবনারায়ণ ॥ দিনরাত এক কথা, ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো...

গোপালের মা ॥ নিজের বেটার বোয়ের মুখে ঝাঁটা মারছি, তোর কিরে আঁটকুড়ো? তোর মুখে মারছি?

দেবনারায়ণ ॥ আমার মুখে মেরে দেখো না; তুলে একেবারে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসব।

গোপালের মা ॥ কি! যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! মেয়ে-ছেলের গায়ে হাত তুলতে চাস? আজ যদি না তোকে ঝেঁটিয়ে—

দেবনারায়ণ ॥ আহা, রাগ করো কেন? বলছি যে ছেলের বৌ নিয়ে থেতে চাইছে তো যাও না, ছেলের বৌকে হাতের কাছেই পাবে, মনের সাধে ঝেঁটিয়ে নেবে।

গোপালের মা ॥ ওরে হতভাগা, এই বুদ্ধি নিয়ে তুই এ বাড়িতে চাকরি করিস? বলি, হাতের কাছে পেয়ে আমাকে বিষ খাইয়ে দেবে না?

দেবনারায়ণ ॥ বিষ খাওয়াবে কেন গা? নাতিনাত্‌নী গুলোকে একটু আদর যত্ন করো তাহলেই...

গোপালের মা ॥ ওমা, নাতি নাত্‌নী আবার কোত্থেকে আসবে রে ড্যাগরা, ওদিকেও তিনি তো—

দেবনারায়ণ ॥ তাহলে ত বাপু তোমার উচিত ছেলে-বোয়ের কাছে ফিরে যাওয়া—

গোপালের মা ॥ তুই থাম তো আঁটকুড়ো, আমার কথার মধ্যে ফের যদি কোনদিন কথা বলিস তাহলে ঝেঁটিয়ে তোর সব বিষ ঝেড়ে দেব।

[সত্যেন জামা কাপড় পরে ভেতর থেকে ঢুকল।]

সত্যেন ॥ আঃ, কি হচ্ছে তোমাদের? গোপালের মা, কাজে যাও!

[গোপালের মা দেবনারায়ণকে রক্ত চক্ষু দেখাতে দেখাতে ভেতরে গেল।]

দেবনারায়ণ ॥ এই দেখ না দাদাবাবু, ঐ গোপালের মা-টা দিন রাত নিজের বৌ-এর মুখে ঝাঁটা মারবে আর আমাকে আঁটকুড়ো বলবে!

সত্যেন ॥ (হেসে ফেলে) হাঁ রে, তোর ছেলে মেয়ে নেই বলে কোন দুঃখু নেই?

দেবনারায়ণ ॥ না দাদাবাবু, আমার মনে একটুও দুঃখু নেই।

সত্যেন ॥ তোর বৌয়ের?

দেবনারায়ণ ॥ তারও নেই! ভগবান দেন নি, তার জন্যে দুঃখু করলে কেন চলবে দাদাবাবু? এই তো তোমাকে রাজপুত্তরের মত দেখতে, আর আমি হলাম হনুমানের মত। তার জন্যে বাবু দুঃখু করলে চলে?

[সত্যেন হোহো করে হেসে ওঠে]

তবে দাদাবাবু, তোমাদের একটা ছেলেপুলে থাকলে খুব ভালোই হতো।

[সত্যেনের মুখ কালো হয়ে যায়]

সত্যেন ॥ যাও, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো...

দেবনারায়ণ ॥ আচ্ছা বাবু....

[দেবনারায়ণ চলে গেল। সত্যেন কাকে টেলিফোন করতে লাগল। দেবনারায়ণের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল।]

দেবনারায়ণ ॥ (নেপথ্যে) বলছি বাবু, বাবুর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।... বাবু এখন বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা জ্বালাতন তো! যাও যাও দেখা হবে না। সরে পড়ো।

সত্যেন ॥ দেবনারায়ণ।...

দেবনারায়ণ ঢুকল]

দেবনারায়ণ ॥ দাদাবাবু?

সত্যেন ॥ কি হয়েছে কি?

দেবনারায়ণ ॥ দাদাবাবু, একটা রোগা হ্যাংলা মত লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। যত বলছি দেখা হবে না, তবু কথা শোনে না।

সত্যেন ॥ দেখা হবে না বলতে তোকে কে বলেছে ? যা পাঠিয়ে দে।

[দেবনারায়ণ চলে গেল।]

দেবনারায়ণ ॥ (নেপথ্যে) যান, বাবু এই ঘরেই আছেন।

[হরিপদ হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল। সত্যেন নির্বাক বিস্ময়ে হরিপদর দিকে তাকিয়ে রইল।]

হরিপদ ॥ চিনতে পারছেন ?

সত্যেন ॥ না, ঠিক তো—

হরিপদ ॥ না চিনতে পারাই স্বাভাবিক। অনেক দিন আগে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি কিন্তু আপনাকে—

[হরিপদর নজরটা ক্যালেণ্ডারের ওপরে যায়। আস্তে আস্তে ক্যালেণ্ডারের কাছে আগিয়ে আসে।]

এই মেয়েটির কথা আপনার আছে ?

সত্যেন ॥ বাঃ, তা আর থাকবে না! এই মেয়েটির ফটোই তো আমি আমার বেবীফুডে ব্যবহার করি।

হরিপদ ॥ আমি…আমিই এর বাবা!

সত্যেন ॥ আপনি.? তাই যেন আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিলাম না। কি যেন নাম—

হরিপদ ॥ হরিপদ গাঙ্গুলী।

সত্যেন ॥ হাঁ হাঁ বসুন, বসুন, আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে ?

হরিপদ ॥ অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি কিনা! কিন্তু এখানে বসা আমার ঠিক হবে ?

সত্যেন ॥ তাতে কি হয়েছে! বসুন।

হরিপদ ॥ (বসে) হঠাৎ আপনাদের বেবী ফুড খুকীর ছবিটা দেখে চলে এলুম।

সত্যেন ॥ বেশ করেছেন। আপনার সন্ধান আমিও করেছিলাম, কিন্তু পাইনি।…আপনার স্বাস্থ্য তো ভালোই দেখেছিলাম আর এখন—

হরিপদ ॥ খুব খারাপ দেখাচ্ছে না ?

সত্যেন ॥ কি হয়েছে আপনার বলুন তো ?

হরিপদ ॥ শুনলে ঘৃণা করবেন না ? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন না ?

সত্যেন ॥ সে কি কথা !

হরিপদ ॥ বন্ধুরা দিয়েছে। আপনি দিলেও আশ্চর্য হবো না।

সত্যেন ॥ বেশ, কি হয়েছে আপনাকে বলতে হবে না।

হরিপদ ॥ না, না, আমার বলা দরকার। আমি… আমি *টি*-বিতে ভুগছি।

সত্যেন ॥ কবে থেকে হয়েছে ?

হরিপদ ॥ ঠিক বলতে পারি না। তবে কিছুদিন হল রক্ত উঠছে।

সত্যেন ॥ চিকিৎসা কি করাচ্ছেন ?

হরিপদ ॥ আমার চাকরি নেই। আমি এখন ফুটপাতে বসে চটের থলে বিক্রি করি।

সত্যেন ॥ বেশ, আমি না হয়—

হরিপদ ॥ আমার জন্যে আমি তো আপনার কাছে আসিনি। এসেছি ঐ মেয়েটির জন্যে। যার সুন্দর ফটো ছাপিয়ে আপনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, সবাইকে জানাচ্ছেন আপনাদের বেবি ফুড খেলে অমনি সুন্দর স্বাস্থ্য হবে। তাকে যদি আপনি দেখেন তাহলে তার বুকের প্রত্যেকটা হাড় এক এক করে গুনতে পারবেন। (হরিপদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) ওর আগে আর একটা ছেলে ছিল, কিন্তু না খেয়ে বেঁচে থাকার মন্ত্র সে জানতো না। তাই…তাই সেও একদিন চলে গেল। আমি বুঝতে পারছি এ মেয়েটাও যাবে।

সত্যেন ॥ বেশ তো, আপনার মেয়ের চিকিৎসাও না হয়…

হরিপদ ॥ সে চিকিৎসা আমার কাছে থেকে হবে না। আমি মেয়েটাকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

সত্যেন ॥ মেয়েটি আমার কাছে থাকুক তাই আপনি চান ?

হরিপদ ॥ হাঁ।

[চুপ করে কি যেন ভাবে।]

চুপ করে থাকবেন না। বলুন আপনি রাজী আছেন কিনা ?

সত্যেন ॥ বাড়িতে কমলা নেই তাকে একবার—

হরিপদ ॥ বুঝেছি আপনি রাজী নন।···আমি চলি আপনার অনেক সময় আমি নষ্ট করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

[হরিপদ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। সত্যেন তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু ভাবে। তারপর চীৎকার করে ওঠে।]

সত্যেন ॥ দেবনারাণ·· দেবনারায়ণ···

[দেবনারায়ণ দ্রুত ঢোকে]

দেবনারায়ণ ॥ দাদাবাবু···

সত্যেন ॥ ঐ যে বাবুটি চলে গেল; তাকে ডেকে দে ত।

[দেবনারায়ণ চলে গেল। একটু পরে আবার ঢুকলো]

হরিপদ ॥ আমাকে ডেকেছেন ?

সত্যেন ॥ হাঁ, আমি আপনার মেয়েকে রাখব।

হরিপদ ॥ রাখবেন ? আপনার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে আমারটাও...

সত্যেন ॥ আমার ছেলে মেয়ে নেই।

হরিপদ ॥ ওঃ, তাহলে সত্যিই রাখবেন ?

সত্যেন ॥ সত্যিই রাখব। কালই আপনি আপনার মেয়েকে এখানে দিয়ে যান।

হরিপদ ॥ কালই ?

সত্যেন ।। হাঁ কালই। কোন অসুবিধে আছে ?

হরিপদ ।। বেশ, তাই দিয়ে যাব ।...(সত্যেনের হাত ধরে) আপনি আজ আমাদের যে উপকার করলেন, তা আ ম সারাজীবন, মানে যে কটা দিন বাঁচব মনে রাখব।

সত্যেন ।। উপকার আমি আপনার করি নি। বরং আপনিই আমার অনেক উপকার করে গেলেন। আপনার ঋণ···

হরিপদ ।। আমার ঋণ আপনি শোধ করতে চান ? তাহলে মেয়ের মন থেকে আমার কথা ওর মায়ের কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন...

[হরিপদ কান্না চাপতে চাপতে খুস খুস করে কাশতে কাশতে বেরিয়ে যায়। সত্যেনের কেমন যেন আনন্দ হয়। সে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চুল আঁচড়াতে থাকে। কমলা বাইরে থেকে এসে ঢুকল। সত্যেনকে দেখেও সে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কান্নাকে চাপতে চাপতে ভেতরের দিকে যেতে গেল, সত্যেন ডাকল]

সত্যেন ॥ কমলা !

[কমলা দাঁড়াল। সত্যেন কাছে আসে]

একি কমলা ! তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে ! কি কথা বলছো না কেন ? কি হয়েছে বল ? (কমলার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে) কি হয়েছে বল ?

[কমলা আর থাকতে পারে । কান্নায় সে সত্যেনের কোলের ওপর ভেঙ্গে পড়ে।]

বুঝেছি ? অমূল্যর ওখানে তোমাকে কেউ কিছু বলেছে ? তোমার ছেলে নেই এ নিয়ে হয়তো······

[কমলা ঘাড় নেড়ে হাঁ বলে। সে কাঁদতে থাকে। সত্যেনের চোখও জলে ভরে ওঠে]

কমলা ॥ হাঁ গা, ডাক্তারের কাছে তুমি গিয়েছিলে ?

সত্যেন ॥ (বিব্রতভাবে) এই, কাল পরশুই যাব।

কমলা ॥ না। তুমিই আজই যাও। এখুনি।

সত্যেন ॥ বাঃ, এখুনি কি করে যাব? অন্ততপক্ষে একবারও অমূল্যর ওখানে যাওয়া দরকার।

কমলা ॥ ওখানে যাবার দরকার নেই……তুমি ডাক্তারের কাছে যাও।

সত্যেন ॥ (উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে যেতে যেতে) এখন গিয়ে তো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হবে না। আমি কাল নিশ্চয়ই—

কমলা ॥ বেশ যদি না যাও ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

[সত্যেন থমকে দাঁড়ায়। তারপর অসহায়ের মত বলে—]

সত্যেন ॥ তুমি বিশ্বাস করো কমলা, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হবে না।

কমলা ॥ হবে, তবু তুমি কেন যেতে চাইছ না জান?

সত্যেন ॥ কেন?

কমলা ॥ কারণ কালই তুমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে।

[সত্যেন হতবাক হয়ে যায়]

(সত্যেনের গা ধরে নাড়া দিয়ে) বলো, বলো সত্যি কি না!

সত্যেন ॥ (একটু পরে) তুমি ঠিকই বলেছ, আমি কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।

কমলা ॥ (উন্মত্তের মত) কি বলেছে ডাক্তার……

সত্যেন ॥ সে ফিরে এসে বলবো'খন!

কমলা ॥ না, এখুনি তোমাকে বলে যেতে হবে।

সত্যেন ॥ কমলা, আমি বরঞ্চ কাল একবার ভালো করে জিগ্যেস করে…

কমলা ॥ না, যা বলেছে তাই তোমাকে বলে যেতে হবে।

সত্যেন ॥ তোমার যা মানসিক অবস্থা তাতে—

কমলা ॥ মিথ্যে এড়াবার চেষ্টা করো না। আমার মানসিক অবস্থা কোনদিন এর চাইতে ভালো থাকে না।

সত্যেন ॥ ডাক্তার বলেছে—

কমলা ॥ কি বলেছে ?

সত্যেন ॥ তোমার ছেলেমেয়ে—

কমলা ॥ (অধীর আগ্রহে) কি ! (গায়ে নাড়া দিয়ে) বলো না কি !!

সত্যেন ॥ হবে না কমলা।

কমলা ॥ (বজ্রাহতভাবে) সত্যি বলছো ?

সত্যেন ॥ এ কথা যদি মিথ্যে হতো তাহলে তোমার চাইতে আমি কম সুখী হতাম না কমলা।

কমলা ॥ কোনদিনই কি হবে না ?

সত্যেন ॥ ডাক্তার তো তাই বলে—

কমলা ॥ তাহলে সব মিথ্যে সব মিথ্যে—

সত্যেন ॥ কি মিথ্যে কমলা ?

কমলা ॥ এই তাগা, মাদুলী, ব্রত, পার্বণ,—সব মিথ্যে ! ঠাকুর নেই, ভগবান নেই, কিছু নেই !

সত্যেন ॥ সত্যিই নেই কমলা, থাকলে আমাদের মনের ব্যথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন।

কমলা ॥ তাহলে ঠাকুরের মূর্তি দূর করে ফেলে দেব। কেন, কেন রোজ রোজ ওর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো ? কেন রোজ রোজ ফুলের মালা দিয়ে ওকে সাজাব ? কেন ওর নামে সকলে আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেবে ? সব ফেলে দেব···সব···

সত্যেন ॥ (দু কাঁধ ধরে) আঃ, কি ছেলেমানুষী করছো কমলা ! শান্ত হও।

কমলা ॥ না, তুমি আমাকে বাধা দিও না। এতদিন ও আমাকে শুধু ভুলিয়ে রেখেছিল, আজ আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমি ফেলে দেব, সব দূর করে ফেলে দেব—

সত্যেন ॥ (উঁচু গলায় ধমকের সুরে) কমলা !

[কমলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। সত্যেন এসে তার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নেয়]

কমলা ॥ ডাক্তারের কথাই কি শেষ কথা ?

সত্যেন ॥ এটা যে বিজ্ঞানের যুগ, বিশ্বাসের নয়।

কমলা ॥ আমি জানতুম। অনেক দিন ধরে আমি আমার মনকে এ কথা শোনাবার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি, কিন্তু ছেলে ছাড়া তোমাকে, তোমার এই সংসারকে কি দিয়ে ভরাই বলো ত ?

সত্যেন ॥ নিজের কথাটা বাদ দিচ্ছ কেন কমলা ?

কমলা ॥ আমার একটা কথা রাখবে ?

সত্যেন ॥ বল……

কমলা ॥ তুমি আবার একটা বিয়ে কর।

সত্যেন ॥ তোমার তো কোন দোষ নেই কমলা।

কমলা ॥ না, না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। বিশ্বাস করো আমার এতটুকু দুঃখ হবেনা। আমার পরে যে আসবে তাকে আমি বোনের চেয়েও বেশি ভালবাসব।

সত্যেন ॥ তোমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কমলা ॥ সম্ভব, নিশ্চয়ই সম্ভব। তুমি বুঝতে পারছো না একদিন না একদিন তোমার মনে হবেই আমি তোমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছি। সেদিন এমনি করে তুমি আর আমাকে কাছে টেনে নিতে পারবে না। আস্তে আস্তে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাব। তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার জীবনকে এমনিভাবে ব্যর্থ হতে দেব না। তার চাইতে তুমি আবার বিয়ে কর। তোমাদের ছেলেপুলে হবে তাদের আমি নিজের করে নেব। তোমরা আর কিছু না করো তাদের আমাকে মা বলতে শিখিও।

[কমলা নিজের গড়া রাজত্বে যেন ডুবে যায়]

তারা আমাকে মা বলবে, কত রকমের খেলনা কিনে দেবো, সারা ঘর জুড়ে তারা খেলা করবে। কত রকমের জামাকাপড় দিয়ে ওদের সাজাবো। ওরা যা চাইবে আমি তাই দেব। ওদের নিয়ে বেড়াব, খেলব··· আমি, আমি—ওদের মা হবো। ওরা আমাকে মা বলবে—আমি—

সত্যেন ॥ কমলা!

[হঠাৎ কল্পনার চিন্তাজাল যেন ছিন্ন হয়ে যায়। কমলা উচ্ছ্বসিত কান্নায় আবার ভেঙ্গে পড়ে সত্যেনের কোলে]

সত্যেন ॥ (কমলার মুখ তুলে ধরে) আচ্ছা ধর কমলা কেউ যদি তার মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে যায়, তাকে তুমি মানুষ করবে ?

কমলা ॥ এ কথা কেন বলছো ?

সত্যেন ॥ তোমার আসার একটু আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে যেতে চান।

কমলা ॥ ক'দিনের জন্যে ?

সত্যেন ॥ তা যতদিন না বিয়ে দিচ্ছি।

কমলা ॥ ঠাট্টা করছ ?

সত্যেন ॥ না, সত্যি বলছি।

কমলা ॥ হঠাৎ নিজের মেয়েকে আমাদের কাছে রাখতে চাইছেন কেন ?

সত্যেন ॥ খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবার সামর্থ্য নেই বলে—

কমলা ॥ মেয়েটা—

সত্যেন ॥ মেয়েটাকে তুমি চেনো।

কমলা ॥ চিনি ?

সত্যেন ॥ হাঁ। শুধু চেনো না, হয়ত তাকে মেয়েরই মত ভালবাস।

কমলা ॥ (অবাক হয়ে) আমি আমার মেয়ের মত—

সত্যেন ॥ কে জানো ?

[সত্যেন উঠে গিয়ে ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখিয়ে]

সত্যেন ॥ এ !

[কমলা বিস্মিত, আনন্দে হতবাক হয়ে যায় যেন, ছুটে এসে সে ছবির গায়ে হাত বুলিয়ে—]

কমলা ॥ এ আসবে, এ আসবে, তা তুমি তাকে কি বললে ?

সত্যেন ॥ (কপটতার স্বরে) যা বলা স্বাভাবিক তাই বললাম।

কমলা ॥ কি বললে তাই শুনি না ?

সত্যেন ॥ বললাম যে পরের মেয়ে আমরা রাখতে পারব না।

কমলা ॥ এ কথা তুমি বলতে পারলে ?

সত্যেন ॥ ভাবলাম যে রাখলে তুমি হয়তো আবার রাগ করবে।

কমলা ॥ এ কথা তুমি আমার সম্বন্ধে ভাবতে পারলে ?

সত্যেন ॥ দেখ, নিজের মেয়ের মা হওয়া যত সহজ পরের মেয়ের মা হওয়া তত সহজ নয়।

কমলা ॥ মেয়েদের তুমি কতটুকু জেনেছ ? মেয়েরা মা হয়েই জন্মায় তা তুমি জানো ?

সত্যেন ॥ একথা বোধ হয় তোমায় মাসীমা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ?

কমলা ॥ দেখ গুরুজনদের নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো না।

সত্যেন ॥ মেয়েটা তাহলে এখানে থাকুক তা তুমি চাও ?

কমলা ॥ চাই, চাই, চাই, যাও এক্ষুণি মেয়েটাকে নিয়ে এস।

সত্যেন ॥ এখুনি যেতে হবে ?

কমলা ॥ হাঁ এখুনি যাও, ছিঃ ছিঃ তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবলেন বল তো ?

সত্যেন ॥ কিছু ভাবেন নি, কারণ কাল তিনি নিজেই মেয়েটা দিয়ে যাবেন।

কমলা ॥ (হাসিমুখে) এতক্ষণ তা হলে বলছিলে না কেন ?

সত্যেন ॥ পরীক্ষা করছিলাম। এখন একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দাও !

কমলা ॥ মিষ্টি মুখ করবার বয়েস আর নেই। চা এনে দিচ্ছি চা খাও।

[দিব্যেন তাড়াতাড়ি ঢুকল]

সত্যেন ॥ কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

দিব্যেন ॥ কোথায় আবার! অমূল্যদার ওখানে গিয়ে একটু তাগাদা দিয়ে এলাম বৌদিকে। বুঝলে দাদা, বৌদি এখন ভয়ানক ব্যস্ত। বাড়ির কাজ কর্মে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বলে কিনা রাত এগারোটার আগে বাড়িই আসতে পারবে না। কত করে বললাম যে অত রাত করো না। দাদা তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন। তা কে শোনে আমার কথা। তাই চলে এলাম, বরঞ্চ একটু রাত করে আবার......

[কমলা চা নিয়ে ঢুকল]

দিব্যেন ॥ (বৌদিকে দেখে থতমত খেয়ে) বৌদি !...

সত্যেন ॥ হাঁ, আর একটু রাত হলে ওকে অমূল্যর ওখান থেকে নিয়ে এস বুঝলে?

[দিব্যেন ঘাড় চুলকোতে লাগলো ও ঘরের মধ্যে যেতে যেতে কমলার কানে কি যেন বলল। কমলা ঘাড় নাড়লো। দিব্যেন ঘরের মধ্যে চলে গেল]

কমলা ॥ দেখ তুমি চা খেয়ে একবার শিবচরণবাবুর ওখানে যাও।

সত্যেন ॥ কেন ?

কমলা ॥ কথায় কথায় শ্বেতার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ের কথাটা তুলো।

[সত্যেনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল]

তুমি আবার অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ?

সত্যেন ॥ দিব্যেন বোধ হয় জানে না !

কমলা ॥ কি ?

সত্যেন ॥ শ্বেতা শিবচরণবাবুর নিজের মেয়ে নয়। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে ওকে মানুষ করেছেন।

[সত্যেন বাইরে চলে যায়]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

তার পর দিন সকাল বেলায়

[সত্যেনের ঘর। কমলা ক্যালেণ্ডারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, দিব্যেন ঘরের মধ্যে থেকে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে ঢুকল।]

কমলা ॥ কোথায় যাচ্ছ ঠাকুরপো ?

দিব্যেন ॥ এই একবার ··

কমলা ॥ শ্বেতাদের ওখানে ?

দিব্যেন ॥ (ঘাড় নেড়ে) হঁ্যা।

কমলা ॥ তোমার দাদা ঠিক চান না তুমি শ্বেতার সঙ্গে অত মেলামেশা করো।

দিব্যেন ॥ কেন বৌদি···

কমলা ॥ বলছিলেন যে এখন পড়াশুনা করছ, অন্য ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভালো।

দিব্যেন ॥ আমার যেমন মাথা আর দাদারও যেমন পয়সা তাতে মনে হচ্ছে আমাকে সারাজীবন পড়াশুনোই করতে হবে। তাই বলে সারাজীবন— তা ছাড়া তুমি একা, এত কাজ কর্ম, একজন এ্যাসিস্টেণ্ট···

কমলা ॥ বাড়িতে ঝি আছে, চাকর আছে, আমাকে কি আর করতে হয় ?

দিব্যেন ॥ আহা; এখন না হয় করতে হয় না, কিন্তু আজই যখন তোমার মেয়েটা উপস্থিত হবে তার কাজ কর্ম ..

কমলা ॥ দেখ বলছিলাম যে, শ্বেতা এমন কি আর সুন্দর দেখতে, ওর চাইতে আরও অনেক সুন্দরী মেয়ে ··

দিব্যেন ॥ বারে, এই তো সেদিন বললে যে শ্বেতার মত সুন্দর মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে, আর আজ বলছো কিনা—

কমলা ॥ সকালে কিছু না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছ! দাঁড়াও তোমার জন্যে—

দিব্যেন ॥ বৌদি, কি ব্যাপার কি বলো ত?

কমলা ॥ কিছু না···

দিব্যেন ॥ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ···

কমলা ॥ না, না, লুকোব কেন? দাঁড়াও তোমার জন্যে জলখাবার নিয়ে আসি।

[কমলা ভেতরে চলে গেল। শ্বেতা গম্ভীর মুখে অশ্রুসজল চোখে ঢুকল।]

দিব্যেন ॥ তুমি এসে গেছ? এই এতক্ষণ তোমার কথাই—এ কিরে বাবা, তোমার মুখও দেখছি ভার হয়ে আছে। কি ব্যাপার?

শ্বেতা ॥ আমি চলে যাচ্ছি।

দিব্যেন ॥ কোথায়?

শ্বেতা ॥ আমার এক বন্ধুর বাড়িতে!

দিব্যেন ॥ হঠাৎ!

শ্বেতা ॥ অনেক দিন আগেই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারি নি।

দিব্যেন ॥ এতদিন যখন পারো নি, তখন আর কিছুদিন অপেক্ষা কর...একদম এখানে চলে আসবে...

শ্বেতা ॥ আমার আর এখানে একদিনও থাকা চলে না!

দিব্যেন ॥ কিন্তু কেন যায় না সেটা তো বলবে!

শ্বেতা ॥ বাবা মা বলেছেন কলেজ ছেড়ে দিতে।

দিব্যেন ॥ কেন?

শ্বেতা ॥ কেন আবার? খরচ বাঁচবে। শুধু তাই নয়, বাড়ির মাষ্টারকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, তাদের আমাকে পড়াতে হবে।

দিব্যেন ॥ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কি করবে?

শ্বেতা ॥ টিউশ্যানি করব। চাকরি করে রাতে কলেজে পড়ব। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব।

দিব্যেন ॥ দেখো পড়াশুনার কাজটা, মানুষ হওয়ার ব্যাপারটা তুমি এখান থেকেই করতে পারবে। তার জন্যে বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে না। (বৌদিকে আসতে দেখে) নাও বৌদি আসছেন, টপ করে একটা প্রণাম করে জয়েন্ট এ্যাপিল জানিয়ে ফেলি···

[কমলা খাবার নিয়ে ঢুকল]

নাও নাও, শুভস্য শীঘ্রম সেরে ফেল।

[শ্বেতা প্রণাম করতে গেল]

কমলা ॥ এই দেখ তো তোমার জলখাবার আনতে একদম ভুলে গেছি। একটু দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য এক্ষুণি······

[কমলা চলে গেল, শ্বেতা করুণ নয়নে দিব্যেনের দিকে তাকাল। দিব্যেন একবার শ্বেতার মুখের দিকে একবার কমলার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকাতে লাগল।]

শ্বেতা ॥ আমি জানতাম দিব্যেনদা, আপন লোক যাকে পর করে দেয়, পর কখনও তাকে আপন করে নিতে পারে না।

[শ্বেতা রুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলো বলে বেরিয়ে যায়]

দিব্যেন ॥ শ্বেতা শোন···

[কমলা ঢোকে খাবার হাতে]

দিব্যেন ॥ খাবারগুলো ঐখানে রেখে আমার একটা কথার জবাব দাও তো বৌদি······

কমলা ॥ বল···

দিব্যেন ॥ শ্বেতা প্রণাম করতে গেল•••তুমি প্রণাম না নিয়ে চলে গেলে কেন ?

[কমলা চুপ করে থাকে]

চুপ করে থেকে লাভ নেই বৌদি। শ্বেতা আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তুমিও কি চাও যে আমিও এ বাড়ি থেকে চলে যাই•••

কমলা ॥ না, না। তুমি যাবে কেন ?

দিব্যেন ॥ তাহলে ?

কমলা ॥ তুমি জানো না ঠাকুরপো, শ্বেতা শিবচরণবাবুর নিজের মেয়ে নয়। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে ওকে মানুষ করেছেন।

[দিব্যেন হো হো করে হেসে ওঠে]

কি হাসছো যে······

দিব্যেন ॥ তাতে কি হয়েছে ? আমি তো বিয়ে করবো শ্বেতাকে। ওর বংশ পরিচয়কে নয় !

কমলা ॥ তুমি হয়তো না জেনেই—

দিব্যেন ॥ পাগল হয়েছ বৌদি।...শ্বেতা কি এমন একটা কথা আমাকে লুকিয়ে থাকতে পারে ? কবে বলেছে। আমি তো জানতাম যে তোমরাও জানো। আচ্ছা তুমিই বলতো বৌদি তুমি যাকে মানুষ করতে চলেছ··তার বিয়ের সময় তার বংশ পরিচয়ের কথা তোলে··· তাহলে তোমার কেমন লাগবে ? আসলে কি জানো বৌদি···তোমরাই এটাকে সহজ ভাবে নিতে পারছো না। অথচ মজা দেখ তোমরাই আবার একটা পরের মেয়েকে নিজের মত মানুষ করতে চলেছ। ··

[কমলা লজ্জিতভাবে মুখ নামায়]

দিব্যেন ॥ (একটু গম্ভীর স্বরে) একটা কথা বলব বৌদি—যদি কোনদিন তোমাদের ছেলে হয়, সেদিন যে মেয়েটিকে তোমরা নিজের মেয়ে বলে মানুষ করতে চলেছ···তাকে যেন শ্বেতার বাপ মায়ের মত পর করে দিও না।···

কমলা ॥ (শান্ত গলায়) শ্বেতা কাছে থাকলে, সে ভুল কি আর করতে দেবে ?

দিব্যেন ॥ তাহলে চলো।

কমলা ॥ কোথায় ?

দিব্যেন ॥ শ্বেতাদের ওখানে।

কমলা ॥ কেন ?

দিব্যেন ॥ প্রণামটা নিয়ে আসবে।

কমলা ॥ এখন থাক।

দিব্যেন ॥ বেশি দেরি করা যুক্তিযুক্ত হবে না বৌদি ··বলা যায় না···শ্বেতা হয়তো যাবার জন্য তৈরী হয়ে পড়েছে। চলো, চলো···

[দিব্যেন কমলার হাত ধরে টান মারতে থাকে। মানদা নেপথ্যে ডাকলো]

মানদা ॥ বৌমা !!

কমলা ॥ মামীমা এসে পড়েছেন। এখন কি করে যাওয়া যায় !

দিব্যেন ॥ খুব যায়। মামীমা একটু বসবেন 'খন।

[মানদা ঢুকল]

মানদা ॥ কি ব্যাপার বৌমা !! দেওর ভাজে কি পরামর্শ হচ্ছে !···

কমলা ॥ ঠাকুরপোর বিয়ের কথা হচ্ছে কিনা তাই—

দিব্যেন ॥ না মাসীমা, কথা হচ্ছিল বৌদির মেয়ের ব্যাপারে—

মানদা ॥ কি ব্যাপার বৌমা !!

কমলা ॥ (খুশীর সুরে) জানেন মাসীমা, ওঁর এক বন্ধু, তার একটা মেয়েকে আমাদের কাছে দিয়ে যেতে চান !

মানদা ॥ তাই নাকি ?

কমলা ॥ হাঁ। আজকেই মেয়েটাকে দিয়ে যাবার কথা—

মানদা ॥ তার মানে···আজ থেকে তুমি মা হচ্ছ! ঠাকুর মশাই-এর কথা হাতে হাতেই ফলে গেল ।···জানো বৌমা, সেদিন খোকার কি রাগ।··· কেন তুমি বাড়ি থাক না। যে দিনই আসি, সেদিনই দেখি তুমি বাড়ি নেই। সে কত রকম কথা !!

কমলা ॥ এখানেই তো আছে আপনার ছেলে, তা হলে এখানে নিয়ে এলেন না কেন ?

মানদা ॥ ওমা !! সে কি বেশিক্ষণ থাকবার পাত্তর। তখুনি চলে গেল। আজকাল বেবী ফুডের কি সব কারবার করছে। ভয়ঙ্কর ব্যস্ত তবু একবার ফাঁক পেয়ে দেখে গেল।

কমলা ॥ এর পর যেদিন আসবে সেদিন কিন্তু নিয়ে আসতেই হবে। আপনার ছেলেকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হয়।

দিব্যেন ॥ বৌদি, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে···

কমলা ॥ আচ্ছা মাসীমা, আপনি এখানে একটু বসবেন, আমি এক্ষুণি আসছি, আর যদি কেউ তার মেয়েকে নিয়ে আসেন—তাকে একটু বসতে বলবেন।

মানদা ॥ হাঁ গো হাঁ এস। তোমার মেয়েকে ঘরের দোরে এসে ফিরে যেতে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও! তোমার আসা পর্যন্ত আমি না হয় এইখানেই বসে রইলাম।

[কমলা ও দিব্যেন চলে গেল, মাসীমা বসে থাকেন। নেপথ্যে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বা খেলাধুলোর আওয়াজ আসতে থাকে। শ্যামল ঢুকল, বয়স ২৩—২৪, কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ যেন]

শ্যামল ॥ (নেপথ্যে) মা, মা,—

মানদা ॥ কে ?

শ্যামল ॥ কে আবার! আমি !! তোমার একমাত্র ছেলে শ্যামল।

মানদা ॥ (ভীতস্বরে) খোকা, তুই কি বলে এখানে এলি ?

শ্যামল ॥ তুমি আসালে, তাই আসতে হল !

মানদা ॥ পরের বাড়িতে বসে তুই আর কেলেঙ্কারী করিস না। তুই যা এখান থেকে—

শ্যামল ॥ কেলেঙ্কারী তো তুমিই করাচ্ছ!

মানদা ॥ আমি!

শ্যামল ॥ তা নয়ত কি! তুমি এখানে না এলেই আমাকে এখানে আসতে হতো না।

মানদা ॥ যার জন্যে এসেছিস; তা তো দিয়ে এলাম আবার কি চাস?

শ্যামল ॥ ও! মাত্র পাঁচটাকা দিয়েছিলে। ওতো রাস্তায় যেতে যেতেই ফুরুৎ হয়ে গেছে!

মানদা ॥ ওঃ, ঐ টাকা দিয়ে তুই ছাই পাঁশ গিলে এসেছিস! মদ খেয়ে মার সামনে কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না?

শ্যামল ॥ খাবার জিনিস খেয়েছি; তার জন্য আবার লজ্জা কিসের? ওসব বাজে কথা না বলে এখন আর কিছু টাকা ছাড় তো দেখি নেশার টাইম হয়ে গেছে!

মানদা ॥ কি মনে করছিস তুই! মাঝে মাঝে এসে উদয় হবি...আর টাকার জন্যে আমাকে যা তা বলবি!

শ্যামল ॥ তোমাকে তো বললাম বাবার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যা টাকা পাবে তার অর্ধেক আমাকে দিয়ে দাও। ব্যস আর কোনদিনও আসব না,

মানদা ॥ (স্তম্ভিত স্বরে) একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি তাও তুই বিক্রি করে দিতে বলিস?

শ্যামল ॥ ও আমি পাঁচ টাকা দিয়ে একখানা হাইক্লাস ঘর ভাড়া করে দেব।

মানদা ॥ না। ও বাড়ি আমি বিক্রি করবো না। আর ওড়াবার জন্য টাকাও আমি দেব না।

শ্যামল ॥ টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা করব।

মানদা ॥ ভেবেছিস আমি কিছু জানি না ? টাকা নিয়ে তুই রেস খেলবি, মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবি !

শ্যামল ॥ মদ খাই আর রেসই খেলি, যা ইচ্ছে তাই করি। কারুর পয়সায় করি না, নিজের পয়সায় করি।

মানদা ॥ না নিজের পয়সায় করিস না। আমার পয়সায় করিস, মুড়ি বেচে ঠোঙ্গা তৈরি করে, থলে সেলাই করে পেট চালাবার মত রোজগার করি। আর তুই এসে জোর করে তাই কেড়ে নিয়ে যাস।

শ্যামল ॥ বাবার যে অত টাকা ছিল, কি করলে শুনি ?

মানদা ॥ তোর বাবার যদি টাকা থাকত, তাহলে আর তোকে মানুষ করবার জন্যে গায়ের এক একটা গয়না আমাকে ঘোচাতে হত না।

শ্যামল ॥ ও সব মায়েই করে, তুমি এমন বেশি কিছু করনি।

মানদা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) কিন্তু তোর মতন হতভাগা ছেলে ক'জনের হয় ? মা বাঁচলো কি ম'লো তার একবার খোঁজ নেবার দরকার মনে করিস না।

শ্যামল ॥ হয়ে যখন গেছে তখন আর কি করবে বল ? তবে কিছু ভেবো না মা, এখন রীতিমত বেবীফুডের কারবার করছি। অনেক টাকা রোজগার করছি, তোমার সব দেনা আমি শোধ করে দেব।

মানদা ॥ (তেমনি কাঁদতে কাঁদতে) মার ঋণ তুই টাকায় শোধ করতে চাস ?

শ্যামল ॥ ধার শোধ আবার টাকা ছাড়া হয় নাকি গো—

মানদা ॥ (কাঁদতে কাঁদতেই) তোর মতন ছেলে পেটে ধরার চাইতে সারাজীবন আমার ছেলে না হত তাহলে আমি অনেক শান্তিতে কাটাতে পারতাম।

শ্যামল ॥ বারবার তোমার সেই এক প্যানপ্যানানি আমার ভালো লাগে না। টাকা দাও। আমি চলে যাই।

মানদা ॥ টাকা আমার কাছে নেই, থাকলেও আমি দেবো না।

শ্যামল ॥ (দৃঢ় কণ্ঠে) দেবে না !

মানদা ॥ না।

শ্যামল ॥ (তার মুখ বিভৎস হয়ে ওঠে) দেবে না !

মানদা ॥ না না। দেব না !

শ্যামল ॥ দেখ মা, যদি না দেবে—

[শ্যামল ক্রোধান্ধ হয়ে মানদার দিকে এগোতে থাকে]

এখনি চলে যাব ভেবেছ…এত কাঁচা ছেলে তুমি আমাকে পাও নি…

[শ্যামল ঘরের চারপাশে তাকাতে থাকে। তারপর টেবিল ক্লকটার দিকে নজর পড়াতে সেদিকে এগোয়]

আরে ব্যস, খুব দামী ঘড়ি দেখছি। বিক্রি করলে অন্ততঃ কুড়ি টাকা—

[মানদা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়]

মানদা ॥ এখান থেকে তোকে কোন জিনিস আমি নিয়ে যেতে দেব না।

শ্যামল ॥ আঃ! সরে যাও।…

[শ্যামল মানদাকে জোর করে সরিয়ে দিতে চায়। মানদা হুমড়ি খেয়ে যেখানে টেবিল ক্লকটা ছিল তার ওপর গিয়ে পড়ে, তার মাথা টেবিলের ওপর ঠুকে যায়। মানদা দুহাত দিয়ে টেবিল ক্লকটা চেপে ধরে। শ্যামল চেষ্টা করেও তা না নিতে পেরে—]

শ্যামল ॥ আচ্ছা। বাড়িতে গিয়ে আমি যা পাবো সব নিয়ে চলে যাব, দেখি মা তুমি আমার কি করতে পার !…

মানদা ॥ (উচ্ছ্বসিত কান্নায়) তুই আর আমাকে মা বলে ডাকিস না খোকা, তোর মুখ থেকে মা ডাক শোনবার সাধ আর আমার নেই। তুই যা… তুই যা ‥

শ্যামল ॥ বেশ ডাকব না…আজ থেকে তোমায় আমি মা বলে ডাকব না।

[বলতে বলতে শ্যামল চলে গেল। মানদা মুখ তোলে। দেখা যায় তার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। নেপথ্যে সেই মেয়েটির কান্না শোনা ও তার মা-র কথা শোনা যায়।]

নেপথ্যে ॥ চুপ কর। হতভাগা মেয়ে, দিনরাত কান্না! চুপ কর, নয়ত এমন মার মারব—

[মারের আওয়াজ শোনা যায়। মেয়েটি আরও করুণ ভাবে চীৎকার করতে থাকে, কমলা ঢোকে।]

কমলা ॥ মাসীমা একজন সুন্দর মত ভদ্রলোককে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম—উনি কে ?

মানদা ॥ ঐ আমার ছেলে বৌমা !

কমলা ॥ (আগ্রহের স্বরে) আপনার ছেলে এসেছিল ? আমি যদি জানতাম, তা হলে ঠিক ধরে আনতাম !

মানদা ॥ ওকে ধরতে পারা যাবে না বৌমা ! ও যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে !

কমলা ॥ একটা বিয়ে দিন দেখবেন—একি মাসীমা ! আপনার কপাল কেটে যে রক্ত পড়ছে ! কি হয়েছে—

মানদা ॥ কিচ্ছু হয়নি বউমা !

কমলা ॥ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে !

মানদা ॥ এই…

কমলা ॥ কি মাসীমা !

মানদা ॥ এই খোকা একটা বড় চাকরি পেয়ে পাঞ্জাবে চলে যাচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে আর আসতে পারবে না, তাই কথাটা শুনে কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল … (মাসীমা আবার কাঁদতে থাকে)

কমলা ॥ এতে এত কাঁদবার কি আছে মাসীমা সব মেয়েই তো চায় তার ছেলে বড় হোক, তার উন্নতি হোক…

মানদা ॥ চেয়েছি বলেই তো আজ জ্বালা সইতে হচ্ছে বৌমা। যদি না চাইতাম, যদি না পেতুম, তা হলে আর এমনি করে—

কমলা ॥ আমার যদি ছেলে হতো মাসীমা, তা হলে হাসি মুখে—

মানদা ॥ নেই—তাই তুমি অত সহজে বলতে পারলে! যদি থাকতো তা'হলে বুঝতে ছেলে না থাকার চাইতে ছেলে থাকাও কম জালা নয় বৌমা! কম জালা নয়!

[মানদা চলে যান চোখের জল মুছতে মুছতে। জানালা দিয়ে দেখা যায় মেয়েটাকে নিয়ে তার মা ঘুরছে, ফিরছে। সুর করে গান গেয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। কমলা একটু কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাই দেখতে লাগলো।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

সেদিন বিকেলের দিকে

[হরিপদর ঘর। খুকী শুয়ে আছে। বিভা এক হাতে বেবী ফুডের কৌটো, অন্য হাতে একটা ভাঙ্গা কলাই-এর বাটিতে খানিকটা ফুড তৈরী করে নিয়ে ঢুকল।]

বিভা ॥ খুকী, খুকী, এই দুধটুকু খেয়ে নাও।

খুকী ॥ না, খাবো না, বড্ড তেঁতো।

বিভা ॥ তেতো লাগবে না। নাও, খেয়ে নাও।

[খুকী হাঁ করে, বিভা মুখে ঢেলে দেয়।]

ভালো খেতে না?

খুকী ॥ হাঁ।

বিভা ॥ তাহলে আর একটু খাও।

[খুকীর মুখে আর একটু ফুড ঢেলে দেয়। মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর ফুডের কৌটোটা আর বাটিটা এক কোণে রাখে।]

খুকী ॥ (পেটে হাত দিয়ে) মা পেট ব্যথা করছে।

[বিভা খুকীর পেটে হাত বুলিয়ে দেয়।]

মা, আমার পুতুল···

[বিভা খাটের তলায় পড়ে থাকা একটা ভাঙ্গা খেলনা খুকীর হাতে দেয়। খুকী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা দেখতে থাকে। হঠাৎ আবার অল্প চীৎকার করে পেটে হাত দিয়ে খুকী উঠে বসে।)

মা, বড় ব্যথা···

বিভা ॥ বড্ড কষ্ট না?

[বিভা আবার তার পেটে হাত বুলোতে থাকে। খুকী আরাম পেয়ে ঘুমের মত হয়। হরিপদ প্রবেশ করে।]

হরিপদ ॥ আর তো দেরি করা চলে না বিভা!

বিভা ॥ আজই না নিয়ে গেলে নয়?

হরিপদ ॥ আজ আর কালের মধ্যে তফাৎ কি আছে বিভা।

বিভা ॥ তবুও—

হরিপদ। আমি যে কথা দিয়ে এসেছি!

[চুপ করে থাকে]

জানো বিভা, খুকীর এইবার চিকিৎসা হবে, প্রাণভরে ও খেতে পাবে, পরতে পারবে। সুন্দর স্বাস্থ্য হবে, হাসবে, খেলবে। ঘুরবে। আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে···কি আনন্দ!

[হরিপদ হাসতে চেষ্টা করে। তার বদলে গভীর কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে।]

তোমার আনন্দ হচ্ছে না বিভা?

বিভা ॥ হাঁ, আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। (এক হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে থাকে) হাঁ খুব আনন্দ!

হরিপদ ॥ ওর একটা ভালো জামা আছে না? কে যেন দিয়েছিল, নিয়ে এস তো?

বিভা ॥ (উঠে গিয়ে একটা জামার পুঁটলি খুলতে খুলতে) একটা তো ছিল ! তবে অনেক দিনের তো ! বোধ হয় ছোট হয়ে গেছে।

হরিপদ ॥ না, ছোট হবে না। খুকী আর কতটুকু বেড়েছে বল ? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে ও আর কতটুকু বাড়তে পেরেছে ?

[বিভা জামাটা বার করে, কোঁকড়ানো ময়লা জামা।]

এই জামাটা ওকে পরিয়ে দাও। তারপর বেশ করে সাজিয়ে দাও তো। যাতে করে ওর মুখটা সেই ক্যালেণ্ডারের মুখের মত সুন্দর দেখায়···

[বিভা জামাটা মুখের ওপর চাপা দিয়ে তার গুমরে ওঠা কান্নাকে চাপতে চেষ্টা করে।]

তুমি কাঁদছ বিভা ?

বিভা ॥ তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি না কেঁদে থাকতে পারো কিন্তু আমি যে পারি না···আমি যে পারি না !···

[বিভা গভীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ধীরে ধীরে বসে পড়ে।]

হরিপদ ॥ আনন্দের দিনে এমনি করে আর নাই বা কাঁদলে বিভা !

বিভা ॥ (নিজের কান্নাকে অনেকটা সংযত করে হরিপদর কাছে এসে—) ওগো ঐ ভদ্রলোকের বাড়ি এখান থেকে কতদূর ?

হরিপদ ॥ বেশি দূর না।

বিভা ॥ আমরা যদি খুকীকে রোজ দেখতে যাই, তাহলে ওঁরা কিছু মনে করবেন না ?

হরিপদ ॥ না, না, মনে করবেন কেন ? যেয়ো না রোজ, তবে—

[হরিপদ থেমে যায়]

বিভা ॥ থামলে কেন ?

হরিপদ ॥ ভাবছি রোজ যাওয়া কি আমাদের উচিত হবে ?

বিভা ॥ কেন ?

হরিপদ ॥ আমি যে বলে এসেছি, যদি পারেন মেয়েটার মন থেকে আমাদের কথা মুছে দেবেন।

বিভা ॥ (আর্তনাদ করে) খুকী, খুকী আমাদের কথা ভুলে যাবে!

হরিপদ ॥ ভুলোতে তো হবে!

খুকী ॥ (চীৎকার করে উঠে বসে) মা···ব্যথা···

[হরিপদ বিভা খুকীর কাছে আসে।]

হরিপদ ॥ পেট ব্যথা করছে? খালি পেট বোধ হয়? ফুডটা নেই?

বিভা ॥ আছে।

[বিভা তাড়াতাড়ি ফুডের বাটিটা নিয়ে আসে।]

হরিপদ ॥ বিভা আমাকে দাও। আমি নিজের হাতে ওকে খাইয়ে দি, যদি আর কখনও···

[হরিপদ খুকীর মুখে ঢেলে দেয়। খুকী খাওয়ামাত্র সবটুকু বমি করে ফেলে। হরিপদর হাত বেয়ে ফুড গড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভা হাতের জামা দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে দিতে থাকে। খুকী শান্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়ে।]

বিভা ॥ এখন থাক্। কি বলো?

হরিপদ ॥ থাক্। ঘুমোলেই নিয়ে যাব।

[হরিপদ ফুডের কৌটোটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে]

হরিপদ ॥ একটা কথা মনে হচ্ছে···

বিভা ॥ কিগো?

হরিপদ ॥ এই ফুডটা জাল নয় তো?

বিভা ॥ এঁ্যাঃ!

[বিভা ভীত চকিত দৃষ্টিতে ফুডের কৌটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মঞ্চের সমস্ত আলো নিভে যায়। শুধু একটা স্পষ্ট লাইট বেবী ফুডের কৌটোটার ওপর এসে পড়ে।]

॥ শেষ দৃশ্য ॥

কমলার ঘর

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়

[সত্যেন আর মিঃ চ্যাটার্জি কথা বলছেন।]

মিঃ চ্যাটার্জি ॥ মিঃ রায়, আপনার তাহলে সন্দেহ হয় যে আপনার বেবী ফুড জাল হচ্ছে ?

সত্যেন ॥ আমার তো তাই মনে হয়। কেন না ফরেইন থেকে এখন কোন বেবী ফুড আসতে পারছে না। মার্কেটে যে রকম ডিম্যাণ্ড রয়েছে, সেই পরিমাণ অর্ডার কোম্পানীতে আসছে না। তাহলে কোত্থেকে এই ডিফারেন্সটা মিট্ আপ হচ্ছে বলুন তো ?

মিঃ চ্যাটার্জি ॥ অর্ডার তো মাত্র দু'দিন হলো বেরিয়েছে। এরই মধ্যে আপনার পক্ষে—

সত্যেন ॥ তা ঠিক, কিন্তু আমাদের ফুডের বিরুদ্ধে এর আগে কখনও কোন কম্প্লেন আসে নি। অথচ কালকেই কয়েকটা রিপোর্ট আমাদের অফিসে এসেছে, আজকের কাগজে একখানা চিঠিও বেরিয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি ॥ আই. বি ডিপার্টমেণ্টের নজরে সেটা পড়েছে। আমি আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করবো মনে করছি এমন সময় আপনার ফোন পেলাম।

সত্যেন ॥ আমি চাই পুলিশ এ'ব্যাপারটা টেক্ আপ করুক। যারা এ সব ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তাদের শাস্তি দিক।

চ্যাটার্জি ॥ আজ-কাল প্রত্যেকটা জিনিসেই ভেজাল চলছে। সব ভালো জিনিসেরই জাল হচ্ছে। আপনাদের সোল ডিসট্রিবিউটার কে বলুন তো ?

সত্যেন ॥ অমূল্যবাবু। ১৪২নং ম্যাংগো লেনে তার অফিস। আমার ভায়রা ভাই—

চ্যাটার্জি ॥ আপনার ভায়রা ভাই ?

সত্যেন ॥ তার সঙ্গে অবশ্য সম্প্রতি দীপচাঁদবাবু বলে এক ধূর্ত লোক জুটেছে।

চ্যাটার্জি ॥ ওঃ হরিবল! দ্যাট্ মান্—ওর সন্ধান করতে আমাদের একঘণ্টারও বেশি লাগবে না। আমাদের নজর ওর ওপর ইতিমধ্যেই আছে। আমি চলি—

সত্যেন ॥ আচ্ছা।

চ্যাটার্জি ॥ (ফের ঘুরে এসে) মিঃ রায় ধরুন, গড্ ফরবিড্স্, যদি জানতে পারা যায় যে আপনার ভায়রা-ভাই-ই এই সব জাল জুয়াচুরির মধ্যে আছেন। তাহলে—

সত্যেন ॥ না না, অমূল্য এ সবের মধ্যে থাকতে পারে না।

চ্যাটার্জি ॥ থাকবেন না এতো আশাই করা যায়···তবু যদি দেখা যায় তিনি আছেন তাহলে তো তাঁকে এ্যারেষ্ট করা ছাড়া—

সত্যেন ॥ না, না, তাহলে···একটা মাত্র ছেলে নিয়ে···অমলা···(সত্যেন ঘুরে ঘুরে ভাবতে থাকে) না না দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি, অকারণে একটা ভেবে—যদি তেমন কিছু পান তাহলে—তাহলে আমাকে একটা রিং করবেন, কেমন ?

চ্যাটার্জি ॥ আচ্ছা।

[চ্যাটার্জি চলে গেল। সত্যেন গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল। কমলা ঢুকল। বেশ হাসি খুসী ভাব তার।]

কমলা ॥ এই, কি বসে বসে ভাবছো ? ওঠো একবার মার্কেটে যাও।

সত্যেন ॥ আমি মার্কেটে যাব ? কেন দেবনারাণ তো রয়েছে ?

কমলা ॥ দেবনারাণকে দিয়ে হবে না। তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

সত্যেন ॥ পুজোর বাজার তো ? ওতো দেবনারাণই—

কমলা ॥ পুজোর বাজার নয়।

সত্যেন ॥ তাহলে ?

কমলা ॥ মেয়ের বাজার।

সত্যেন ॥ ওহো তাইতো ! বেশতো হরিপদবাবু মেয়েটাকে নিয়ে আসুন, তারপর না হয় ··

কমলা ॥ তাই কি কখনও হয় নাকি নতুন সাজেই নতুন মানুষকে ঘরে তোলা উচিত···

সত্যেন ॥ তাই নাকি ? কিন্তু --

কমলা ॥ তোমার ওসব কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আগে নিয়ে এসো। তারপর অন্য কথা—

সত্যেন ॥ (নিরুপায়ভাবে) বলো কি কি আনতে হবে ?

কমলা ॥ প্রথমে ওর দু' জোড়া জামা নেবে, প্যাণ্ট আনবে, জুতো আনবে।

সত্যেন ॥ মোজা আনব না তো ?

কমলা ॥ আঃ আমাকে বলতে দাও তো, জুতো আনলেই মোজা আনতে হয় এ বুদ্ধি তোমার নেই ?

সত্যেন ॥ তারপর বলো ?

কমলা ॥ কিছু রবার ক্লথ নেবে।

সত্যেন ॥ দশ এগার বছরের মেয়ে, রবার ক্লথ কি করবে ?

কমলা ॥ হরলিকস আনবে একটা—

সত্যেন ॥ হরলিক্স কি হবে ? আমাদের কোম্পানীরই তো ফুড রয়েছে।

কমলা ॥ না বাপু তোমাদের কোম্পানীর ফুডের তো কি সব বদনাম শোনা যাচ্ছে। হরলিক্সই নিয়ে এসো।

সত্যেন ॥ জো হুকুম !

কমলা ॥ তারপর মাথার বালিশ, পাশবালিশ, তোয়ালে, মশারি এই রকম আর পাঁচটা জিনিস, ওহো একটা ভালো দেখে খাটের অর্ডার দিয়ে এস। মেয়েটার—মেয়েটার কি নাম বলো ত ?

সত্যেন ॥ ঐ যাঃ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি তো !

কমলা ॥ ও যাই হোক, আমি কিন্তু ওর নতুন নাম দেব।

সত্যেন ॥ কি নাম দেবে ?

কমলা ॥ ওর নাম রাখবে রাধা।

সত্যেন ॥ দেখ, ঠাকুর দেবতার নাম আজকাল আর কেউ রাখে না। তার চাইতে ওর নাম রাখো দীপান্বিতা।

কমলা ॥ ও বাবা, ও নাম আমি উচ্চারণই করতে পারবো না ! তার চাইতে লক্ষ্মী নামটা কিন্তু বেশ !

সত্যেন ॥ দেখো লক্ষ্মী সরস্বতীতে দেশ একেবারে ছেয়ে গেছে। যদি বিশ্বভারতী রাখা যায় তাহলে কেমন হয় ?

কমলা ॥ তোমার যত বিদঘুটে নাম। বেশ, লক্ষ্মী, রাধা নামটা না হয় পছন্দ নয় দুর্গা নামটা তো বেশ, তাই রাখো না কেন ?

সত্যেন ॥ দুর্গা নাম না রেখে তার চাইতে ওর নাম রাখো মহিষমর্দিনী।

কমলা ॥ তোমার সব সময়েই ঠাট্টা !

সত্যেন ॥ বেশ বেশ, দুর্গাই রাখা যাবে।

কমলা ॥ (বাইরে কি একটা আওয়াজ পেয়ে) ঐ বোধ হয় তোমার ঐ ভদ্রলোক আসছেন ?

সত্যেন ॥ (বাইরে মুখ বাড়িয়ে) ভদ্রলোক নন, তোমার ঝাঁটা আসছেন।

[গোপালের মা ঢুকল। তার কাঁকে একটা পুঁটলির মত]

কমলা ॥ কি ব্যাপার গোপালের মা ? কোথায় যাচ্ছ ?

গোপালের মা ॥ মুখপোড়া ছেলেটা নিতে এসেছে। তার ওখানেই যাচ্ছি।

সত্যেন ॥ ও, তাই জন্যে এতক্ষণ ঝাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না !

কমলা ॥ যাক্ ভালোই হয়েছে।

গোপালের মা ॥ আমি যেতুম নাকি মা! তা শুনলুম যখন যে বৌ বেটি হাসপাতালে রয়েছে তখন তো আর ছেলের মুখ চেয়েও এখানে থাকতে পারি না…

কমলা ॥ হাসপাতালে? কেন? কি হয়েছে? অসুখ করেছে?

গোপালের মা ॥ না গো, ছেলে হতে গেছে।

কমলা ॥ তাই নাকি? তাহলে ছেলের মুখ চেয়ে নয়, নাতির মুখ চেয়েই যাচ্ছ?

[গোপালের মা হেসে প্রণাম করল কমলাকে, সত্যেনকে।]

গোপালের মা ॥ চলি মা, চলি বড় দাদাবাবু…

কমলা ॥ এই (গলার হারটা খুলে) এটা নিয়ে যাও…তোমার নাতির মুখ দেখানি দিলুম।…

[গোপালের মা শ্রদ্ধাভরে নিয়ে চলে গেল]

সত্যেন ॥ গোপালের মার ঝাঁটার কথা শুনতে শুনতে রোজ ঘুম ভাঙ্গে। কাল থেকে—

কমলা ॥ আমি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেব, এখন তুমি যাও তো…

সত্যেন ॥ এই যাই…

[সত্যেন মনিব্যাগ দেখে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল।]

কমলা ॥ সব কথা মনে থাকবে তো?

সত্যেন ॥ হাঁ হাঁ থাকবে।

কমলা ॥ একা যাচ্ছ কোথায়? দেবনারাণকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

সত্যেন ॥ ওকে পাঠিয়ে দাও, আমি গাড়ি বার করছি।

[সত্যেন চলে গেল।]

কমলা ॥ দেবনারাণ, দেবনারাণ…

[দেবনারায়ণ ঢুকল]

তুই বাবুর সঙ্গে বাজারে যা, বাবু একতলায় রয়েছেন।

[দেবনারায়ণ ভেতরে যেতে গেল।]

ভেতরে আবার কোথায় যাচ্ছিস ?

দেবনারায়ণ ॥ থলেটা নিয়ে আসি !

কমলা ॥ থলে কি হবে ?

দেবনারায়ণ ॥ পুজোর বাজার হবে তো ?

কমলা ॥ আরে না না, পুজোর বাজার নয় তোর দাদাবাবুর মেয়ের বাজার

[দেবনারায়ণ কথাটাকে বোঝবার চেষ্টা করতে করতে চলে গেল। কমলা ক্যালেণ্ডারের ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু পরে বাইরে প্রিয়তোষ বাবুর উত্তেজিত গলা শোনা গেল। তারপর সুভাষ নামে এক ভদ্র লোকের হাত ধরে টানতে টানতে প্রিয়তোষ ঢুকলেন।]

প্রিয়তোষ ॥ চলে এস, আজ মুখোমুখি কথা হয়ে যাক। জিজ্ঞেস করো বৌমাকে…আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা—

কমলা ॥ কি হয়েছে কি ?

সুভাষ ॥ আপনি একে একটু সাবধান করে দিন তো ! বাড়ির ছেলে পুলে গুলোকে ইনি অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন…

প্রিয়তোষ ॥ বেশ করবো দেব। আমাকে দেখলেই কেন বলবে ছেলেগুলো এই বুড়ো তোর ছেলে এসেছে, এই বুড়ো তোর ছেলে এসেছে !

সুভাষ ॥ তাই বলে আপনি তাদের মারতে যাবেন ? আমি ছাড়াতে গেলুম বলে আপনি আমার গায়ে হাত তুলে বসলেন ? আপনার ছেলে মারা গেছে এতো সবাই জানে…তাহলে আপনার ঐ সব চিঠিগুলো ঐ সব বাচ্চা ছেলেপুলেদের পড়াতে যান কেন ? এই জন্যেই তো তারা আপনার পেছনে লাগে। এদিকে সব বুদ্ধি আছে এটুকু বুদ্ধি আপনার নেই ?

প্রিয়তোষ ॥ শুনছো শুনছো বৌমা, কত বড় সাংঘাতিক কথাটা এই রাস্কেল

লোকটা বলেছে ? বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে সে কখনও মরতে পারে না। সে মরলে বাপ-মায়ের বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। এই কথাটা এই রাস্কেল···

সুভাষ ॥ আবার আপনি গালাগালি দিচ্ছেন ?

প্রিয়তোষ ॥ বেশ করবো গালাগালি দেব, এতবড় কথা · আমার ছেলে নেই তাহলে আমি বেঁচে আছি কেন ? আমি যদি এই বুড়ো বয়সে বেঁচে থাকতে পারি, তাহলে সোমত্থ ছেলে মরবে কেন ? না না···সে মরেনি··· সে মরতে পারে না···সে মরতে পারে না (দ্রুত বেরিয়ে যান···)

সুভাষ ॥ আশ্চর্য পাগল লোক, কেন যে আপনারা এই সব লোককে আস্কারা—

কমলা ॥ দেখুন, ঐ ভদ্রলোক একমাত্র সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন যে তার ছেলে বেঁচে আছে। কি দরকার আপনাদের তার সে ভুলটা ভাঙ্গাবার··· ওপর থেকে তাঁকে বিচার করবেন না, তাঁর মনের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করুন...বাচ্ছা ছেলেরা তারা হয়তো না বুঝতে পারে কিন্তু আপনার তো বোঝা উচিত ?

সুভাষ ॥ সত্যিই আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আর কেউ যাতে ওঁর পেছনে না লাগে তার চেষ্টা আমি করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন

[সুভাষ চলে যায়। টেলিফোন আসে, কমলা ধরে]

কমলা ॥ হ্যালো কে ? মিঃ চ্যাটার্জি না মিঃ রায়তো নেই। কাজে একটু বাইরে গেছেন। বাড়ির কাজেই···একটু পরেই আসবেন···আচ্ছা এলে আপনাকে ফোন করতে বলবো। আপনার ফোন নম্বরটা উনি জানেন ? আচ্ছা···

[কমলা ফোন নামিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। ঘরের আলোর তারতম্য ঘটায় বোঝা গেল কিছু সময় চলে গেছে। সত্যেন ও দেবনারায়ণ একরাশ জিনিসপত্তর নিয়ে ঢুকল।]

সত্যেন ॥ জিনিসপত্তর গুলো রেখে তুই যা···

[দেবনারায়ণ রেখে চলে গেল।]

কমলা ! কমলা !!

[কমলা দ্রুত ঢুকল]

কমলা ॥ এই এতক্ষণে আসা হলো ?

সত্যেন ॥ বাঃ, সময় লাগবে না ? কত জিনিস বলো ত ? হরিপদ তার মেয়েকে দিয়ে গেছে ?

কমলা ॥ কৈ না।

[সত্যেনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।]

সত্যেন ॥ আশ্চর্য !

কমলা ॥ বলে যখন গেছে তখন নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে ! ভাববার কি আছে ?

সত্যেন ॥ আমি ভাবতে যাবো কেন ; তুমি না ভাবলেই হলো !

[কমলা জিনিসগুলো দেখতে লাগল।]

কমলা ॥ ও হাঁ, মিঃ চ্যাটার্জি বলে এক ভদ্রলোক তোমাকে টেলিফোন করছিলেন।

সত্যেন ॥ তাই নাকি ?

[সত্যেন ডায়েরি বই থেকে টেলিফোন নম্বরটা দেখে টেলিফোন করতে লাগল।]

কমলা ॥ ইস্ কি ফ্রকই এনেছো ?

সত্যেন ॥ বাজারে ওর চাইতে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না।

কমলা ॥ মেয়েটার গায়ের রং কেমন বলো ত ?

সত্যেন ॥ সেটা এলেই দেখতে পাবে।

কমলা ॥ নীল রংটা মানাবে ?

সত্যেন ॥ নীল সাদা হলদে সব রং-এরই একটা করে এনেছি। আমাকে অত কাঁচা পাও নি !

কমলা ॥ বেগুনে রং-এর একটা আনতে পারতে ?

সত্যেন ॥ ঐ রংটার কথা একদম মনে ছিল না।...এঁ্যা, মিঃ চ্যাটার্জি নেই ? এলে বলবেন মিঃ রায় ফোন করেছিলেন কেমন ? (ফোন নামিয়ে রাখে)

কমলা ॥ এ মা...লাল মোজা এনেছ কেন ? লাল মোজা আবার কেউ পরে !

সত্যেন ॥ কেউ না পরলে বাজারে ও ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে কেন ?

কমলা ॥ তোমার সঙ্গে তর্কে কেউ পারবে না ! এই, হরলিকস এনেছ ?

সত্যেন ॥ এই যা হরলিকস আনতে ভুলে গেছি।

কমলা ॥ ভুলে যাও নি, ইচ্ছে করে আনো নি তাই বল। ঠিক আছে তোমার ঐ পচা ফুড খেয়ে মেয়েটার যদি অসুখ বিসুখ করে তাহলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। হ্যাগা, খাটের অর্ডার দিয়ে এসেছ ?

সত্যেন ॥ খাট কি বলছো ? পালঙ্কের অর্ডার দিয়ে এসেছি ! কাল ডেলিভারী দেবে। কিন্তু হরিপদবাবু এখনও এলেন না কেন বলো ত ? রাত হয়ে গেল।

কমলা ॥ আসবে, আসবে, এই তো সবে আটটা বাজলো, আসার এখনও ঢের সময় আছে।

সত্যেন ॥ তা বটে।

কমলা ॥ এই মেয়েটা, কোন ঘরে থাকবে ?

সত্যেন ॥ কেন, তোমার ঘরে।

কমলা ॥ আহা আমার ঘরে না হয় শুল কিন্তু তার তো একটা আলাদা ঘর থাকা দরকার।

সত্যেন ॥ তা তো বটেই।

কমলা ॥ দেবনারাণকে বলে ঐ কোণের ঘরটায় যেখানে ফার্নিচার আছে, সেইটাই পরিষ্কার করে রাখি ?

সত্যেন ॥ অগত্যা !!

[টেলিফোন রিং করতেই সত্যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল]

কে ? মিঃ চ্যাটার্জি ? ও মিঃ ঘোষাল ! কি ব্যাপার ?

[সত্যেন ফোনে কথা বলতে থাকে।]

কমলা ॥ দেবনারাণ।

[দেবনারায়ণ ঢুকল]

দেবনারায়ণ ॥ কি বলছেন মা ?

কমলা ॥ ঐ যে কোণের ঘরে সব ভাঙ্গা ফার্নিচার টার্নিচার রয়েছে ঐ গুলো সরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে রাখো।

দেবনারায়ণ ॥ আচ্ছা, কাল—

কমলা ॥ কাল নয়, এখুনি।

দেবনারায়ণ ॥ আচ্ছা মা। (দেবনারায়ণ চলে গেল।)

সত্যেন ॥ (টেলিফোন রেখে) অফিসের ঝামেলায় প্রাণ বেরিয়ে গেল ! ব্যাবসা পত্তর—

কমলা ॥ হাঁ গা, ভদ্দরলোক তো এখনও এলেন না !

সত্যেন ॥ এইবার এসে পড়বে।

কমলা ॥ আসবার হলে এতক্ষণ এসে যেত !

সত্যেন ॥ তা আমি কি করব ?

কমলা ॥ ভদ্রলোক কোথায় থাকেন ?

সত্যেন ॥ জানি না।

কমলা ॥ ঠিকানাটা নিয়ে রাখবে তো ?

সত্যেন ॥ নিজে থেকেই দিয়ে যাবেন বললেন, ঠিকানা রাখবার আবার কি দরকার ?

কমলা ॥ একটা লোকের কথায় চট করে আমাদের নাচা উচিত হয় নি।

সত্যেন ॥ নাচলাম আমি না তুমি ? যত বলছি মেয়েটাকে আসুক, তারপর না হয় জিনিসপত্তরগুলো আনা যাবে, তা নয় আমাকে ঠেলে বাজারে পাঠিয়ে দিলে !

কমলা ॥ তুমিই তো বললে আজ দিয়ে যাবে তাই ত—

সত্যেন ॥ আর দিয়ে গেছে !

কমলা ॥ মেয়েটার অসুখ করতেও তো পারে।

সত্যেন ॥ এরই মধ্যে এমন অসুখ করলো যে আর আনা যায় না ?

কমলা ॥ হয়তো ওর মা ওকে ছেড়ে দিতে চায় নি। কোন মা আর এমন করে ছেড়ে দিতে চায় বলো ?

সত্যেন ॥ না চায় না। নিজের মেয়েটা চোখের সামনে মরছে দেখেও ছেড়ে দেবে না, যা তা একটা কথা বললেই হলো

কমলা ॥ ঠিকই বলছি, ওঁদের বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তা নইলে দিয়ে যেত।

সত্যেন ॥ আসলে কি জানো ? ও লোকটা এক নম্বরের চিট। এসেছিল কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে যেতে। সুবিধে হবে না দেখে একটা গল্প ফেঁদে গেল।

কমলা ॥ এগুলো সব তুলে রাখি ?

সত্যেন ॥ না, ও সবগুলো বাইরে ফেলে দাও।

কমলা ॥ রাগের মাথায় যা-তা কথা বলো না তো ?

সত্যেন। যা বলছি, ঠিকই বলছি, তুমি রাস্তায় ফেলে দাও গে যাও ! ঠিক আছে আমিই—(সত্যেন জিনিসগুলো ফেলতে যায় ' কমলা বাধা দেয়।)

কমলা ॥ কি হচ্ছে তোমার ?

সত্যেন ॥ আমার যা খুশী তাই করব, তুমি সরে যাও তো ?

কমলা ॥ না, এভাবে তোমাকে জিনিসগুলো নষ্ট করতে দেব না। তার চাইতে কোন ভিখিরিকে ডেকে—

সত্যেন ॥ থাক তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। কোথাকার কোন রাস্তার মেয়ের জন্যে তুমি পাগল হয়ে উঠলে ?

কমলা ॥ রাস্তার মেয়ে নয়, এর দৌলতেই আজ তুমি পয়সার মালিক হয়েছ ; আর পাগল শুধু আমি একা হইনি, তুমিও হয়েছিলে !

সত্যেন ॥ আমি হয়েছিলাম ?

কমলা ॥ নিশ্চয়ই! তা নইলে শুধু আমার কথায় তুমি ঐগুলো আনতে ছুটতে না।

সত্যেন ॥ বেশ তো আমিই এনেছি আমিই ফেলে দিচ্ছি। অত কথার কি আছে ?

[হরিপদ দরজার কাছে এসে দাড়ায়। তার হাতে বেবী ফুডের কৌটোটা।]

হরিপদ ॥ সত্যেনবাবু!

সত্যেন ॥ (কিছুটা লজ্জিত ভাবে যেন) এই তো হরিপদবাবু, আপনার আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে ভাবলাম আপনি বোধ হয় আর আসবেনই না।

[হরিপদ পাংশুমুখে ধীরে ধীরে ভেতরে আসে, তারপর বলে।]

হরিপদ ॥ মেয়েটাকে আনতে পারি নি সত্যেনবাবু, মেয়েটা ঘুমোচ্ছে।

সত্যেন ॥ ঘুমোচ্ছে! বেশ তো ঘুম ভাঙ্গলেই না হয় নিয়ে আসতেন ? কমলা জিনিসগুলো--

[সত্যেনও কমলা তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো গোছাতে লাগল।]

হরিপদ ॥ কিন্তু সে ঘুম তো আর ভাঙ্গবে না!

[হরিপদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সত্যেন ও-কমলার হাত থেকে জিনিসগুলো পড়ে যায়। কমলা নিজের কান্না চাপবার চেষ্টা করতে করতে দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারের ওপর তার মাথা রাখল। হরিপদ হাতে ধরা কৌটোটাকে টেবিলের ওপর রাখে।]

আপনার বেবী ফুডের কৌটোটা রেখে গেলাম…এত ভালো জিনিস খুকী সইতে পারে নি।

[হরিপদ চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

আপনার স্ত্রী বুঝি আমার মেয়ের জন্যে কাঁদছেন ?

সত্যেন ॥ না, বোধহয় ও নিজের জন্যেই কাঁদছে।

[হরিপদ কোন কথা না বলে চলে যায়]

কেঁদে আর কি করবে কমলা ?

কমলা ॥ ওগো পরের মেয়ের মা হওয়াও কি আমার কপালে নেই !

[টেলিফোন বাজতে থাকে। সত্যেন ধরে—]

সত্যেন ॥ কে, মিঃ চ্যাটার্জি ! কি বলছেন ? অমূল্য এই সব জাল-জুয়াচুরির মধ্যে আছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে ? (অস্বাভাবিক চীৎকার করে) এ্যারেষ্ট হিম্, পুট হিম টু জেল, হ্যাঙ্গ হিম টু ডেথ।

[সত্যেন টেলিফোন রাখে। তার ওপর তার শরীরের সমস্ত ভর রেখে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে থাকে। কমলার হাতের নখে ক্যালেণ্ডারের খুকীর ছবির মুখটা ছিঁড়ে যেতে থাকে। পট সরে আসে।]

সমাপ্ত